বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

সমাজসেবা অধিদপ্তর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.dss.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২৩

সমাজসেবা অধিদপ্তর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.dss.gov.bd

প্রকাশনায়

সমাজসেবা অধিদপ্তর

সমাজসেবা ভবন
ই-৮/বি-১, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
পিএবিএক্স: +৮৮০২ ৫৫০০৬৫৯৫/৫৫০০৭০২০
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১৩৮৩৭৫
Web: www.dss.gov.bd
ই-মেইল: info@dss.gov.bd

নির্দেশনায়

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল

মহাপরিচালক (গ্রেড-১), সমাজসেবা অধিদপ্তর

সম্পাদনা পর্ষদ

সৈয়দ মোঃ নূরুল বাসির (যুগ্মসচিব), পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	আহবায়ক
রকিব আহমেদ, উপপরিচালক, গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা	সদস্য
আদিল মোত্তাকীন, (পূর্বতন উপপরিচালক, গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ)	সদস্য
লাভলী খানম, সহকারী পরিচালক (গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা)	সদস্য
মোহাম্মদ আছাদুজ্জামান, সমাজসেবা অফিসার (আর.ও ৩)	সদস্য
প্রণব চক্রবর্তী, অ্যাসিসট্যান্ট ডিজাইনার কাম কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফিসার	সদস্য
মোছা: নাসরিন সুলতানা, সমাজসেবা অফিসার (আর.ও ১)	সদস্য সচিব

প্রকাশকাল

কার্তিক ১৪৩০/ অক্টোবর ২০২৩

সূচিপত্র

ক্রম	বিবরণী	পৃষ্ঠা
১	সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচিতি	১
২	প্রশাসন ও অর্থ ব্যবস্থাপনা	৩
৩	সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম	৭
৪	দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রম	১৭
৫	সেবামূলক ও কমিউনিটি ক্ষমতায়ন	২৬
৬	প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন	৩৩
৭	প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম	৪৩
৮	সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম	৫৩
৯	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও উন্নয়ন	৫৬
১০	গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ কার্যক্রম	৬১
১১	সমাজসেবায় ইনোভেশন	৬২
১২	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন	৬৫
১৩	তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং ই-সেবা বিষয়ক অগ্রগতি	৭১

মন্ত্রী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

সমাজসেবা অধিদপ্তর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও অর্জন-অগ্রগতির তথ্য প্রকাশ পাবে বলে আমি আশা করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ও অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অসহায়, অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত করেন। শিশু বিকাশের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে তিনি 'কেয়ার এন্ড প্রটেকশন সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করেন, বর্তমানে যা সরকারি শিশু পরিবার নামে পরিচিত। বঙ্গবন্ধু গরিব-দুঃখী মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ১৯৭৪ সালে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ চালু করেন। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮ সালে বয়স্ক ভাতার প্রচলন করেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজের সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ মন্ত্রণালয় সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষায় ভাতা ও উপবৃত্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আবাসন ও ভরণ-পোষণসহ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন, সামাজিক ক্ষমতায়নে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ, শিশু সুরক্ষাসহ দেশের দরিদ্র, দুস্থ, অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তি, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, ক্যান্সার কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি, বেসরকারি এতিমখানাসমূহে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টসহ ৫৪টির অধিক কার্যক্রম অত্যন্ত সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করে চলেছে।

সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনে ইতোমধ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও ডেল্টা প্লান প্রণীত হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত এমডিজি'র ন্যায় এসডিজি লক্ষ্য অর্জনেও সরকার বদ্ধপরিকর। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মূলনীতি-leave no one behind- এর আলোকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে অধিদপ্তরের কার্যক্রম ও কর্মসূচিভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশিত হয়েছে। অধিদপ্তরের সাফল্যচিত্র প্রতিবেদনে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি সীমাবদ্ধতাও তুলে ধরা হয়েছে, যা বিদগ্ধ পাঠক ও গবেষকদের চিন্তার খোরাক জোগাবে।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

ডা. দীপু মনি এমপি

সভাপতি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত

সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন মানবপ্রেমী দূরদর্শী নেতা ছিলেন। তিনি জানতেন একটি জাতির সামাজিক উন্নয়নের জন্য দারিদ্র বিমোচন করা অত্যাবশ্যক। তাই তিনি দারিদ্র বিমোচন, সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণসহ সামাজিক নিরাপত্তার নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। একই ধারাবাহিকতায় তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দরিদ্র মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সামাজিক নিরাপত্তার আওতা এতো ব্যাপক সম্প্রসারণ করেছেন যে সমাজে এখন প্রায় প্রতি পরিবারই সরকারের সামাজিক নিরাপত্তার আওতার কোন না কোন সুবিধা ভোগ করছেন। সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় বিভিন্ন ভাতার সুবিধাভোগীর সংখ্যা প্রতি বছর যেমন বৃদ্ধি করে চলেছেন, ঠিক একই ভাবে ভাতার পরিমাণও বৃদ্ধি করছেন। বিভিন্ন ভাতা ও উপবৃত্তি; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আবাসন ও ভরণ-পোষণসহ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন; শিশু সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে কর্মসূচি গ্রহণ করেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজের ঝুঁকিতে থাকা বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে মানব বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক কল্যাণে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বাংলাদেশে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বর্তমান জনবান্ধব সরকার জনগণের কল্যাণে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দূর্যোগ ব্যবস্থাপণা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তার কাজ বাস্তবায়ন করছে। আর এমন যে কোন কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকা প্রয়োজন যা বর্তমান সরকার পালন করছেন। জনগনের তথ্য পাবার অধিকার মৌলিক অধিকার। বর্তমান সরকার সেজন্য তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠান করেছে।

পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিটি বিষয় জনগণকে অবহিত করা হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রথম পদক্ষেপ। সেক্ষেত্রে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা একটি ভালো উদ্যোগ। সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম ও কর্মসূচির সার্বিক চিত্র প্রকাশ পাবে, যা দেশের সাধারণ জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করবে। সমাজসেবা অধিদপ্তর ২০২২-২৩ অর্থবছরের একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই ও প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট সকলের উপকারে আসবে বলে আশা করি।

আ. ফ. ম. রুহুল হক, এমপি

সচিব

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আজীবনের লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত করেন। গরিব-দুঃখী মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ১৯৭৪ সালে সুমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ চালু করেন। তিনি দুস্থ ও অসহায় মানুষের উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তাকে জোরদারকরণে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কল্যাণমূলক কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে এবং সে আলোকে মানুষের জীবনচক্রভিত্তিক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তাবায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া ও অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, দারিদ্র্য বিমোচন, কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সামাজিক ক্ষমতায়নে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ; সামাজিক সুরক্ষায় ভাতা ও উপবৃত্তি; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আবাসন ও ভরণ-পোষণসহ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন; শিশু সুরক্ষা; দেশের দরিদ্র, দুস্থ, অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় এনে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি, ক্যান্সার কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্তদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি, চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, বেসরকারি এতিমখানাসমূহে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট ইত্যাদি কার্যক্রম সুনামের সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে ও গতিশীল দিকনির্দেশনায় দেশের সকল শ্রেণির মানুষের ভগ্যন্নোয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রতক্ষ্য ও পরোক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভাতা কর্মসূচিতে MIS এবং ভাতা ভিতরণে MFS (Mobile Finincial System) বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে যাত্রা শুরু করেছে।

বার্ষিক প্রতিবেদনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রমভিত্তিক, তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশিত হবে। অধিদপ্তরের সফলতা ও সীমাবদ্ধতার চিত্র এতে প্রকাশ পাবে, যা পাঠক, গবেষকসহ সকলের কাজে আসবে বলে আমি প্রত্যাশা রাখি। একই সাথে ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রতিবেদন প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

মোঃ খায়রুল আলম সেখ

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

সমাজসেবা অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

মুখবন্ধ

প্রতিবছরের ন্যায় সমাজসেবা অধিদপ্তর ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি আনন্দিত। সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের স্বীকৃতি হিসেবে বার্ষিক প্রতিবেদন একটি মূল্যবান দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রতিবেদনটিতে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম ও কর্মসূচিসমূহের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যা দেশের সাধারণ জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণসহ পরিসংখ্যানগত ধারনা, গবেষণা ও নীতি নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে সকল মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সাংবিধানিক সে অঙ্গিকারকে সামনে রেখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের দুস্থ, অসহায়, অনগ্রসর, প্রবীণ, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক, সুবিধাবঞ্চিত এবং আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত ও আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের অধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম করার প্রয়াসে ৫৪ টি জনবান্ধব কার্যক্রম পরিচালনা করছে; যার সফল বাস্তবায়নই হলো স্মার্ট বাংলাদেশ।

বর্তমান সরকারের সুদূরপ্রসারী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তর বাংলাদেশের ১ কোটি ৮৯ লক্ষ পশ্চাদ্পদ নাগরিককে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেবা ও সহযোগিতা প্রদান করছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর ভাতাপ্রাপ্তি সহজিকরণের জন্য মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে ১ কোটি ১৫ লক্ষ ৩১ হাজার ভাতাভোগীর কাছে ভাতা পৌঁছে দিচ্ছে। এছাড়া পর্যায়ক্রমে দেশের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী ভাতার আওতায় আনা হচ্ছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকল সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড.আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন
সমাজসেবা অধিদপ্তর

১.০ সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচিতি

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভাজনের পর এদেশে মোহাজেরদের অব্যাহত গতিতে আগমন ঘটতে থাকে। ফলে ঢাকাতে বস্তি সমস্যাসহ সৃষ্টি হয় নতুন নতুন সমস্যা। ১৯৫৫ সালে স্বাস্থ্য পরিদপ্তরের আওতায় সর্বপ্রথম ঢাকার কায়েতটুলিতে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম চালু হয়। পরবর্তীতে ঢাকার গোপীবাগ এবং মোহাম্মদপুরে এ কার্যক্রমের ভিন্ন ভিন্ন ইউনিট স্থাপিত হয়। সমাজসেবা কার্যক্রমের ব্যাপক বিকাশ, ব্যাপ্তি এবং বিবিধ সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৮৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের নাম পরিবর্তিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে 'সমাজসেবা অধিদপ্তর ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

দুস্থ, বিপন্ন ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সোনার বাংলাদেশ গড়ার কাজ নিরলসভাবে করে যাচ্ছে সমাজসেবা অধিদপ্তর। এ অধিদপ্তরের কাজ দেশের তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত। সমাজের অনগ্রসর অংশকে মূলধারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এ অধিদপ্তর পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা মিলিয়ে রয়েছে ১,০৩২ টি কার্যালয়। ৫৪ টি প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এ অধিদপ্তর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সমাজের অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণসাধন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও ক্ষমতায়নের কাজ করে যাচ্ছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রমসমূহের মধ্যে রয়েছে নানাবিধ সেবার বৈচিত্র।

১.১ ভিশন
সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন।

১.২ মিশন
উপযুক্ত ও আয়ত্বাধীন সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে অংশীদারগণের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুসংহত ও বিকাশমান সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জীবনমানের সমন্বিত সামাজিক উন্নয়ন সাধন।

প্রশাসন ও অর্থ ব্যবস্থাপনা

২.০ প্রশাসন ও অর্থ উইং এর কার্যক্রম

২.১ সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ইউনিট

ক্রম	প্রশাসনিক ইউনিটের নাম	সংখ্যা
১	সদর কার্যালয়	১
২	বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়	৮
৩	জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	৬৪
৪	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	৪৯২
৫	অন্যান্য কার্যালয় ও প্রতিষ্ঠান	৪৬৭
	মোট	১০৩২

২.২ সমাজসেবা অধিদপ্তরের জনবল পরিস্থিতি :

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের নাম	অনুমোদিত জনবল					কর্মরত জনবল				
	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	খন্ডকালীন ডাক্তার	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	খন্ডকালীন ডাক্তার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
সমাজসেবা অধিদপ্তর	**১৩০৪**	**৬৯৯**	**৬৬১৬**	**৪৪৬২**	**১০৬**	**১১৩৪**	**৩৪৬**	**৪৬৫৭**	**৩৮২৮**	**১০৬**

শূন্য পদের বিবরণ					সর্বমোট জনবল		
১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	খন্ডকালীন ডাক্তার	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১৭০	**৩৫৩**	**১৯৫৯**	**৬৩৪**	**০**	**১৩১৮৭**	**১০০৭১**	**৩১১৬**

(১) প্রশাসনিক: কর্মকর্তা/কর্মচারির সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	**১৩১৮৭**	**১০০৭১**	**৩১১৬**	

(২) শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদুর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ (যেমন- ডিসি/এসপি)	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
প্রযোজ্য নয়	**প্রযোজ্য নয়**	**১৭০**	**৩৫৩**	**১৯৫৯**	**৬৩৪**	**৩১১৬**

২.৩ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬০	৪৭৮	৫৩৮	১৬	-	১৬	

২.৪ প্রশাসনিক কার্যক্রম

- উপপরিচালক পদে ০২ জনকে পদোন্নতি প্রদান;
- বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২০২ টি পদ রাজস্বখাতে সৃজন;
- ৫৫ টি সহকারি সমাজসেবা অফিসারের পদ সৃজন;
- ৩য় শ্রেণি হতে ২য় শ্রেণিতে ৩০ জনকে পদোন্নতি প্রদান;
- ২৮ জন ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাকে ১ম শ্রেণিতে পদোন্নতি প্রদান;
- ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরির সর্বমোট ৭০ টি পদে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৫০৪ জনের চাকুরি স্থায়ী করা হয়েছে;
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৫৬ জনের চাকুরি নিয়মিতকরণ করা হয়েছে;
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৪৭৮ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে; এবং
- ৩য় শ্রেণির সমাজকর্মী (ইউনিয়ন) পদের ১০১১ টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগ কার্যক্রম চলমান।

২.৫ শৃঙ্খলা ও তদন্ত

বিভাগীয় মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিম্নরূপ:

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের (২০২২-২৩) শুরুতে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলা সংখ্যা	**২০২২-২৩ অর্থবছরে মামলা দায়ের**	**প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা**				**অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা**	**মন্তব্য**
		চাকুরিচ্যুতি / বরখাস্ত	**অন্যান্য দন্ড**	**অব্যাহতি**	**মোট**		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১০	**৩৯**	**০৭**	**২১**	**১৮**	**৪৬**	**১০৩**	

২০২২-২৩ অর্থবছরে ক্রমপুঞ্জিত অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ১১০ টি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা ৩৯ টিসহ মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ১৪৯ টি। তন্মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৪৬ টি। মোট অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ১০৩ টি।

২.৬ অডিট

- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করার জন্য দ্বি-পক্ষীয় ০১টি ও ত্রি-পক্ষীয় ০১টি সভা করা হয়েছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫০৫ টি অডিট আপত্তি ছিলো এবং টাকার পরিমাণ ৮১৫.১৩ কোটি টাকা।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৫ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং টাকার পরিমাণ ২৯৭.০৩ কোটি টাকা।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে (জুন ২৩ পর্যন্ত) অডিট আপত্তি রয়েছে ৪৬০ টি এবং টাকার পরিমাণ ৭৮৫.৪২ কোটি টাকা।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে নতুন আপত্তি ১৯৬টি যোগ হওয়ায় মোট ৬৫৬টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি রয়েছে এবং টাকার পরিমাণ ১৩৬৯.৮৪ কোটি টাকা।
- আগামী বছরে ৫টি দ্বি-পক্ষীয় ও ৪টি ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের পরিকল্পনা রয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম

৩.০ সামাজিক নিরাপত্তা উইং এর কার্যক্রম

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতিহারের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। দেশের পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র মানুষদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় এনে দারিদ্র্যসীমা ও চরম দারিদ্রের হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনাই হচ্ছে এসকল কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে; ১.বয়স্ক ভাতা প্রদান কার্যক্রম; ২. বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রম; ৩.অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম ; ৪. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম; ৫. হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; ৬. বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; ৭. অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ৮. প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি; ৯. ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি; ১০.ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি; এবং ১১. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি।

সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতাভোগী বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমকে লক্ষ্যভিত্তিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার জন্যে জিটুপি (গভর্নমেন্ট টু পার্সন) পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর হতে ২১টি জেলার ৭৭টি উপজেলায় (কিশোরগঞ্জ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সকল উপজেলা) এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সরাসরি ১২ লক্ষ ৮৮ হাজার জনকে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছর থেকে মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস প্রতিষ্ঠান 'নগদ' এর মাধ্যমে ৩৯টি জেলা এবং 'বিকাশ' এর মাধ্যমে ২৩টি জেলার বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা জিটুপি পদ্ধতিতে বিতরণ করা হয়। গত ১৪ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিটুপি পদ্ধতিতে মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' ও 'বিকাশ' এর মাধ্যমে ভাতা বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন।

২০২০-২১ অর্থবছরে ১১২ টি উপজেলা ও ২০২১-২২ অর্থবছরে দারিদ্র্যপ্রবণ ১৫০ টি উপজেলাসহ মোট ২৬২ টি উপজেলায় নীতিমালা অনুযায়ী সকল দরিদ্র, প্রবীণ নাগরিকদের বয়স্ক ভাতা, সকল বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাকে ভাতা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে Management Information System (MIS) এ এন্ট্রিকৃত মোট ১ কোটি ০৬ লক্ষ ৪১ হাজার জন বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, হিজড়া জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা ও উপবৃত্তি, বেদে জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা ও উপবৃত্তি, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষভাতা ও উপবৃত্তি এবং চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীর মাঝে জিটুপি পদ্ধতিতে EFT এর মাধ্যমে ভাতার অর্থ প্রদান করা হয়েছে। কর্মসূচিসমূহের তথ্য পর্যায়ক্রমে নিম্নে দেয়া হলো:

৩.১ বয়স্কভাতা

দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ দুস্থ ও স্বল্প উপার্জনকারী অথবা উপার্জনে অক্ষম বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে 'বয়স্কভাতা' কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ঐ অর্থবছরে ৪ লক্ষ ৩ হাজার জনকে এককালীন মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। প্রতিবছর উপকারভোগীর সংখ্যা ও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৫০ টি এবং পূর্বের অর্থবছরে ১১২টি সহ মোট ২৬২টি উপজেলায় নীতিমালা অনুযায়ী ভাতা প্রাপ্তিযোগ্য শতভাগ প্রবীণ ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতার আওতাভুক্ত করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫৭ লক্ষ ১ হাজার জন এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকা।

বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য:

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
বয়স্কভাতা কাযর্ক্রম	২০২২-২৩	৫৭.০১ লক্ষ	৩৪৪৪.৫৪ কোটি	৫০০ টাকা

৩.২ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা

১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ঐ অর্থবছরে ৪ লক্ষ ৩ হাজার ১১০ জনকে এককালীন মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এ কর্মসূচিটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়নে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নের জন্য সরকার পুনরায় ২০১০-১১ অর্থবছরে এ কর্মসূচি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে। প্রায় প্রতিবছর এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় । ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৫০ টি এবং পূর্বের অর্থবছরে ১১২টি সহ মোট ২৬২টি উপজেলায় নীতিমালা অনুযায়ী ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য শতভাগ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাকে ভাতার আওতাভুক্ত করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার জন এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকা।

বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য :

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা কার্যক্রম	২০২২-২৩	২৪.৭৫ লক্ষ	১৪৯৫.৪০ কোটি	৫০০/-

৩.৩ প্রতিবন্ধী ভাতা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সংগতি রেখে ২০১৩ সালে ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইন ২০১৩’ প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫, ১৭, ২০ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে অন্যান্য নাগরিকদের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমসুযোগ ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদের দায়-দায়িত্বের অংশ হিসেবে ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। কার্যক্রমের শুরুতে ১ লক্ষ ৪ হাজার ১৬৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জনপ্রতি মাসিক ২০০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের আওতায় আনা হয়। পরবর্তীতে ২০১১-১২ অর্থবছরে দেশের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভাতার আওতাভুক্তির লক্ষ্যে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি গ্রহণ করে। প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপের আওতাভুক্ত শতভাগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভাতার আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৩ লক্ষ ৬৫ হাজার জনে উন্নীত করা হয় এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৮৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য:

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম	২০২২-২৩	২৩.৬৫ লক্ষ	২৪২৯.১৮ কোটি	৮৫০/-

৩.৪ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি

প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েরা যাতে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী হয় এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে 'প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসুচি' চালু করে। শুরুতে এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ১২ হাজার ২০৯ জন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে যথাক্রমে মাসিক ৭৫০ টাকা, ৮০০ টাকা, ৯০০ টাকা ও ১৩০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে উপবৃত্তি গ্রহণকারীর সংখ্যা ১ লক্ষ জন এবং বাজেটে এ কর্মসূচিতে ৯৫ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য:

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	২০২২-২৩	০১ লক্ষ	৯৫.৬৪ কোটি	প্রাথমিক স্তর ৭৫০/- মাধ্যমিক স্তর ৮০০/- উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ৯০০/- উচ্চতর স্তর ১৩০০/-

৩.৫ হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি:

বাংলাদেশ জনশুমারি ও গৃহগণনা (২০২২) অনুযায়ী বাংলাদেশে হিজড়া ব্যক্তির সংখ্যা ১২৬২৯ জন। এ সম্প্রদায় বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও আবহমান কাল থেকে এ জনগোষ্ঠী অবহেলিত ও অনগ্রসর গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। হিজড়া জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণের নিমিত্ত সরকার ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭ টি জেলায় এ কর্মসূচির প্রবর্তন করে। বর্তমানে দেশের ৬৪ টি জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৫ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ:

১। হিজড়া ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদান;

২। ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের হিজড়া জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিকে মাসিক ৬০০ টাকা হারে বিশেষ ভাতা প্রদান;

৩। স্কুলগামী হিজড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১০০০ টাকা, উচ্চতর স্তরে ১২০০ টাকা মাসিক হারে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

৪। ট্রেডভিত্তিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম হিজড়া জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাঁদের সমাজের মূল-স্রোতধারায় আনয়ন;

৫। ৫০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মাথাপিছু ১০,০০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান।

উপকারভোগীর পরিসংখ্যান

সমাজসেবা অধিদপ্তরের Management Information System (MIS) এ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বা সরাসরি আবেদন গ্রহণপূর্বক হিজড়া ব্যক্তির তথ্য যাচাই ও তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে বরাদ্দ অনুযায়ী G2P পদ্ধতিতে মোবাইল একাউন্ট/এজেন্ট ব্যাংকিং একাউন্টে বিশেষ ভাতা বা শিক্ষা উপবৃত্তির অর্থ প্রেরণ করা হয়ে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশব্যাপী ২৬০০ জন হিজড়া ব্যক্তিকে বিশেষ ভাতা, ১২২৫ জন শিক্ষার্থীকে হিজড়া শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ১৯২০ জনকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিসংখ্যান (২০২২-২০২৩):

অর্থবছর	উপকারভোগীর সংখ্যা			মোট উপকৃতের সংখ্যা
	বিশেষ ভাতা	শিক্ষা উপবৃত্তি	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	
২০২২-২৩	২৬০০	১২২৫	৯৬০	৪৭৮৫ জন

কর্মক্ষম হিজড়া জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে স্থানীয় চাহিদা অথবা প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত হিজড়া জনগোষ্ঠীকে মৌলিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, আনুষ্ঠানিক মনোসামাজিক কাউন্সেলিং, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্থিরচিত্র।

৩.৬ বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

বেদে জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ। যাযাবর জনগোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত বেদে সম্প্রদায় ক্ষুদ্র ব্যবসার পাশাপাশি শিঙ্গা লাগানো, তাবিজ কবজ বিক্রি, সাপ খেলা, চুড়ি ফিতা বিক্রি, জাদু ইত্যাদি তাদের জীবিকা নির্বাহে অবলম্বন করে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের জরিপ মতে বাংলাদেশে বেদে জনগোষ্ঠী প্রায় ৭৫০০০ জন। বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন তথা এ জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে বর্তমান সরকার ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭ টি জেলায় পাইলটিং এর মাধ্যমে এ কার্যক্রমের প্রবর্তন করে। ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি দুটি একত্রে ছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচি পৃথক হয়ে "বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি "নামে স্বতন্ত্র কর্মসূচি হিসেবে সারাদেশে পরিচালিত হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেট ৯ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ:

১। ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের বেদে জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে বিশেষ ভাতা প্রদান;
২। স্কুলগামী বেদে শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১০০০ টাকা, উচ্চতর স্তরে ১২০০ টাকা মাসিক হারে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
৩। ট্রেডভিত্তিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম বেদে জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাঁদের সমাজের মূল-স্রোতধারায় আনয়ন;
৪। ৫০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মাথাপিছু ১০,০০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান।

বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিসংখ্যান (২০২২-২০২৩):

অর্থবছর	উপকারভোগীর সংখ্যা			মোট উপকৃতের সংখ্যা
	বিশেষ ভাতা	শিক্ষা উপবৃত্তি	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	
২০২২-২৩	৫০৬৬	৩৯৯৮	৪০০	৯৪৬৪ জন

কর্মক্ষম বেদে জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য প্যারামেডিকস, হেয়ারকাটিং, বিউটিফিকেশন, ড্রাইভিং, মোবাইল, টিভি, ফ্রিজ, এসি, অটোমোবাইল, সিকিউরিটি গার্ড, আনসার, ভিডিপি, নার্সিং, ওয়ার্ডবয়, কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন, কম্পিউটার, সেলাই, কাটিং, ব্লক, বাটিক ও হস্তশিল্পে ৫০ দিনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪০০ জনকে প্রশিক্ষণ শেষে নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য ১০,০০০ টাকা করে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

বেদে জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্থিরচিত্র।

৩.৭ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

অনগ্রসর সম্প্রদায় বা শ্রেণী হচ্ছে যারা সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হিসেবে জেলে, সন্ন্যাসী, ঋষি, বেহারা, নাপিত, ধোপা, হাজাম, নিকারী, পাটনী, কাওড়া, তেলী, পাটিকর, সুইপার, মেথর বা ধাঙ্গার, ডোমার, ডোম, রাউত, ও নিম্নশ্রেণী পেশার জনগোষ্ঠী। সমাজসেবা অধিদপ্তরের জরিপ মতে বাংলাদেশে অনগ্রসর জনগোষ্ঠী প্রায় ১৪,৯০,০০০ জন। অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে বর্তমান সরকার ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি প্রবর্তন করে। ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি দুটি একত্রে ছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচি পৃথক হয়ে "অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি "নামে স্বতন্ত্র কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেট ৫৭ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ:

১। অনগ্রসর ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদান;
২। ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে বিশেষ ভাতা প্রদান;
৩। স্কুলগামী অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১০০০ টাকা, উচ্চতর স্তরে ১২০০ টাকা মাসিক হারে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
৪। ট্রেডভিত্তিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাঁদের সমাজের মূল-স্রোতধারায় আনয়ন;
৫। ৫০দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মাথাপিছু ১০,০০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান।

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিসংখ্যান (২০২২-২০২৩):

অর্থবছর	উপকারভোগীর সংখ্যা				মোট উপকারভোগীর সংখ্যা
	বিশেষ ভাতা	শিক্ষা উপবৃত্তি	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা	
২০২২-২৩	৪৫২৫০	২১৯০৩	১২১০	১০০০	৬৯৩৬৩ জন

কর্মক্ষম অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে স্থানীয় চাহিদা অথবা প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে মৌলিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, আনুষ্ঠানিক মনোসামাজিক কাউন্সেলিং, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক মৌলিক প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা হিসেবে ১০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্থিরচিত্র।

৩.৮ প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী মানুষের কল্যাণে বদ্ধপরিকর। 'কেউ পিছিয়ে থাকবে না' এই মূলমন্ত্র নিয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কার্যক্রম শুরু হয়। সারাদেশে সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন ৫৭০ টি ইউনিটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ডাটা এন্ট্রি করা হয়। ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে Disability Information System শিরোনামে একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। তৈরিকৃত ওয়েববেজড সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্যভান্ডারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ সন্নিবেশিত হচ্ছে। www.dis.gov.bd এই সাইট 'আবেদন করুন ট্যাব 'এ গিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর কিংবা জন্মনিবন্ধন সনদ নম্বর দিয়ে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে ডাক্তারের যাচাই সাপেক্ষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধিত হবার সুযোগ আছে । ডাটা এন্ট্রি শেষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মাঝে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র সরবরাহ করা হয় এবং তাঁদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য তাঁদের উপযোগী চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানে লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে । বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ডাটাবেজড এ অর্ন্তভুক্ত সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভাতা কার্যক্রমের আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ এর অনলাইন তথ্যভান্ডারে ৩০ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯২৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। উক্ত তথ্যভান্ডার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩.৯ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান

দেশে দারিদ্র্য নিরসনে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং ভিক্ষাবৃত্তির মত অমর্যাদাকর পেশা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ''ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান' শীর্ষক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেটে মোট ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অর্থ দ্বারা দেশের ৬৩ টি জেলায় ভিক্ষুক পুনর্বাসনের নিমিত্তে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা শহরের ঘোষিত ভিক্ষুকমুক্ত এলাকাসমূহ ভিক্ষুকমুক্ত রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত মাইকিং, বিজ্ঞাপন এবং ৫০ টি স্থানে নষ্ট হয়ে যাওয়া স্টিল স্ট্যান্ডবোর্ড মেরামত/নতুন স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা শহরের ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকাসমূহে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৪১ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ২৬৫০ জন ভিক্ষুককে আটক করা হয়। আটককৃত ২১২৫ জনকে সরকারি আশ্রযকেন্দ্রে বিভিন্ন মেয়াদে আটক রেখে প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুনর্বাসন করা হয়। অবশিষ্ট ৫২৫ জনকে পরিবারে পুনর্বাসন করা হয়।

ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান এর স্থিরচিত্র।

৩.১০ ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর 'হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম' এর মাধ্যমে দুস্থ ও অসহায় রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। ইতোপূর্বে ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে Support Services for Vulnerable Group (SSVG) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত গরীব রোগীদের এককালীন ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের সফলতা নিয়ে সরকার এ কার্যক্রমকে স্থায়ী কর্মসূচিতে রূপদান করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ২৯ অক্টোবর ২০১৯ (সংশোধিত)'' ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির নতুন বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয় এবং গেজেট প্রকাশ করা হয়। সমগ্র বাংলাদেশে বর্তমানে ঢাকা মহানগরীসহ ৬৪ জেলায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মোট ১১৩ টি ইউনিট ও উপজেলা পর্যায়ে ৪২০ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে সর্বমোট ৫৩৩ টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দ ছিল ২.৮২৫ কোটি টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৫৬১ জন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ ২০০ কোটি টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৪০ হাজার জন। ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে প্রথমবারের মত 'ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির জন্য ১১২.৫০ কোটি টাকা ৬৪ জেলায় জনসংখ্যা অনুপাতে বিভাজন করে জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যন্ত এলাকার সংশ্লিষ্ট রোগের দরিদ্র রোগীগণ স্বল্প সময়ে নিজ উপজেলা থেকে আর্থিক সহায়তার চেক গ্রহণ করতে পারছেন। উল্লেখ্য মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ৭৫% জেলা পর্যায়ে বিতরণ করা হয় এবং ২৫% অধিদপ্তর তথা মন্ত্রণায়ের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। উক্ত সংরক্ষিত অর্থ হতে মন্ত্রণালয়ে আবেদনকৃত রোগী এবং কর্মসূচির ৬ টি দূরারোগ্য রোগের চিকিৎসায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে আবেদনের প্রেক্ষিতে থোক বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় সারা দেশের দরিদ্র রোগীরা অনলাইনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এ আর্থিক সহায়তার আবেদন দাখিল করতে পারবেন।

ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির চেক বিতরণ।

৩.১১ চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

চা শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প। জাতীয় অর্থনীতিতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের চা উৎপাদনের পরিমাণ বছরে প্রায় ৯৬.০৭ মিলিয়ন কেজি এবং এখান থেকে চা রপ্তানি করা হয় ২৫টি দেশে। এই চা উৎপাদনে যারা সরাসরি জড়িত তারাই চা-শ্রমিক। কিন্তু চা-শ্রমিকরা সকল নাগরিক সুবিধা ভোগের অধিকার সমভাবে প্রাপ্য হলেও তারা পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার বলে প্রতিয়মান। তাদের প্রতি সদয় আচরণ ও তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র সকলের দায়িত্ব। অবহেলিত ও অনগ্রসর এ জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, তাদের সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ, পারিবারিক ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় 'চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম' গ্রহণ করেছে। সিলেট, চট্টগ্রাম এবং রংপুর বিভাগের সংশ্লিষ্ট জেলার চা-বাগানসমূহে কর্মরত চা-শ্রমিকগণ এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত হন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় দেশের ০৮ টি জেলার ২৬ টি উপজেলায় ৬০ হাজার জন চা শ্রমিককে এককালীন ৫ হাজার টাকা হারে মোট ৩০ কোটি টাকা নগদ সহায়তা জিটুপি পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়েছে।

চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি উপকারভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য:

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	শ্রমিকের সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	জনপ্রতি পরিমাণ
চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	২০২২-২৩	৬০,০০০ জন	৩০ কোটি	৫,০০০/-

দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রম

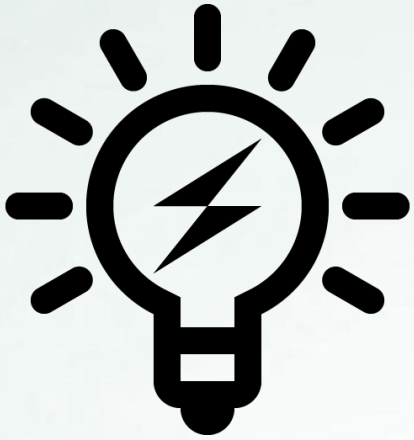

৪.০ দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রম

৪.১ পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দুস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রমের সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ/দারিদ্র্য বিমোচনের সূতিকাগার এবং পথিকৃৎ হিসেবে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে সূচনা করে এক নতুন ও বর্ণিল ইতিহাস।

পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসূচিতে তাঁদের সম্পৃক্ত করে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, পয়ঃনিস্কাশন, শিশু শিক্ষা, অসহায় ও এতিমদের সহায়তা প্রদান করা, পরিবার পরিকল্পনা ও সামাজিক ব্যাধি যেমন বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুক, নারী ও শিশু পাচার রোধ ইত্যাদি সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্তের মাধ্যমে নারীদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। এসব সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে আরএসএস কর্মসূচিভুক্ত পরিবারের সদস্যরাও সম্পৃক্ত রয়েছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ে সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৯৭৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে তৎকালীন ১৯টি থানায় 'পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম' যাত্রা শুরু করে। এর সফলতার আলোকে ১৯৭৭ সালে আরো ২১ টি থানায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। পরবর্তীতে সম্প্রসারিত পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম ২য় পর্ব (১৯৮০-৮৭) ১০৩টি উপজেলায়, ৩য় পর্ব (১৯৮৭-৯২) ১২০টি উপজেলায়, ৪র্থ পর্ব (১৯৯২-৯৫) ৮১ টি উপজেলা, ৫ম পর্ব (১৯৯৫-২০০২) ১১৯ টি উপজেলা এবং ৬ষ্ঠ পর্ব (২০০৪-০৭) ৪৭০টি উপজেলায় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১-১২ অর্থবছর হতে **সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম** খাতে নিয়মিত বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার প্রতিটি উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণ সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নরুপ:

- সর্বমোট প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমাণ : ৬০২ কোটি ২৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯৭৫ টাকা
- ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে সর্বমোট বরাদ্দের পরিমাণ : ৫৯৭ কোটি ২৭ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬৬১ টাকা
- ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগকৃত মূল অর্থের পরিমাণ : ৫৭৭ কোটি ৩৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ৮৬ টাকা
- মূল অর্থ আদায়ের পরিমাণ : ৪৯১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৩৫ টাকা
- মূল অর্থ আদায়ের হার : ৮৮%
- ক্রমপুঞ্জিত পুনঃবিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ : ১৩৭৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬৬৯ টাকা
- ক্রমপুঞ্জিত পুনঃবিনিয়োগের অর্থ আদায়ের হার : ৯২%
- শুরু হতে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা : ৩৪ লক্ষ ৯০ হাজার ৭৭০ টি পরিবার

২০২২-২৩ অর্থবছরে একনজরে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য

ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য			ঋণগ্রহিতার সংখ্যা	আদায় সংক্রান্ত তথ্য			আদায়ের হার
বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	পনু:বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	মোট (লক্ষ টাকা)	(জন)	বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	পুন:বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	মোট (লক্ষ টাকা)	(শতকরা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৯৪০.০০	১৮১৯৩.২৪	২১১৩৩.৭৪	৪৪৩৭৩	৬৪০৯.৯৪	১১০৯৭.২০	১৭৫০৭.১৪	৯১%

৪.২ পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) কার্যক্রম

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী, যাদের অধিকাংশই পল্লী অঞ্চলে বসবাসকারী এবং অনেকক্ষেত্রেই আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত। পল্লী এলাকার এ সকল নারীদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৭৫ সালে তৎকালীন ১৯ জেলার ১৯টি থানায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় নারী উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে 'পল্লী মাতৃকেন্দ্র' (Rural Mother Center-RMC) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করেন। এ কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্থ নারীদের সংগঠিত করে পরিবারভিত্তিক দারিদ্র বিমোচন, নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন। পাশাপাশি পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সংগঠিত নারীদের নিজস্ব পুঁজি গঠন। বিভিন্ন মেয়াদে ৬টি পর্বে (১৯৭৫ সন হতে ২০০৪ সন পর্যন্ত) এ প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে ৩১৪টি উপজেলাসহ ৩১৮টি ইউনিটে বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবশিষ্ট ১৭৮ উপজেলায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে ৬৪ জেলার সকল উপজেলায় পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম এর অগ্রগতি চিত্র

- সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ (ঘূর্ণায়মান) কর্মসূচির প্রাপ্ত তহবিল : ১১৮ কোটি ২৯ লক্ষ ৯০ হাজার ৫০০ টাকা
- বিনিয়োগকৃত তহবিল : ১১৮ কোটি ২৯ লক্ষ ৯০ হাজার ৫০০ টাকা
- আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (মূল) : ৮০ কোটি ১৬ লক্ষ ০৫ হাজার ৪১৮ টাকা
- শুরু হতে গঠিত সর্বমোট মাতৃকেন্দ্রের সংখ্যা : ১৪ হাজার ৮ শত ৬ টি
- শুরু হতে ঋণপ্রাপ্ত পরিবারের মোট সংখ্যা : ৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৫৭৩ টি পরিবার
- তহবিল আদায়ের হার : মূল বিনিয়োগ ৮৬%
  : পুনঃবিনিয়োগ ৯১%
- ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ : ১৭০ কোটি ১১ লক্ষ ২৩ হাজার ৩৬৮ টাকা

২০২২-২৩ অর্থবছরে একনজরে পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য

ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য (টাকায়)		ঋণগ্রহীতার সংখ্যা (জন)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)		আদায়ের হার
বিনিয়োগ	পুনঃবিনিয়োগ		বিনিয়োগ	পুনঃবিনিয়োগ	
১	২	৩	৪	৫	৬
২৩,৯৯,০০,০০০	২০,৭৯,৭৪,৭০৮	২৮,৯৯৩	১৪,৭৪,২০,২৮৭	১৬,৯২,৯২,১০০	৮৬%

৪.৩ দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পূর্ণ রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ২০০২-২০০৩ অর্থবছর হতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে দগ্ধ ব্যক্তিদের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, জরিপের মাধ্যমে দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ ও সংখ্যা নিরূপন, দক্ষতাভিত্তিক ও উপার্জনমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। দেশের দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসরত দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তার পরিবারকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের জীবনমান উন্নয়ন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের ৪৯৩ টি উপজেলা ও ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়সহ মোট ৫৭৩টি কার্যালয়ের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মাঠপর্যায়ে পরিবার জরিপের মাধ্যমে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসরত (যে পরিবারের সদস্যদের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ১,০০,০০০/- এক লক্ষ টাকার উর্ধ্বে নয়) দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর নির্ধারিত স্কীমের বিপরীতে জন প্রতি ৫,০০০/- টাকা হতে ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ প্রদানের ২ মাস পর হতে ৫% সার্ভিস চার্জসহ সমান ২০ কিস্তিতে ঋণের টাকা আদায় করা হয়। কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে ১৯ সদস্যের 'জাতীয় পরিচালনা (স্টিয়ারিং) কমিটি', জেলা পর্যায়ে ১৩ সদস্যের 'জেলা পরিচালনা (স্টিয়ারিং) কমিটি' উপজেলা পর্যায়ে ১১ সদস্যের 'উপজেলা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি' এবং শহর ও মহানগর এলাকায় শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গঠিত 'ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি' এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগীতা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম এর অগ্রগতি চিত্র

- সর্বমোট প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমাণ : ১০১ কোটি ৩২ লক্ষ ০৬ হাজার ২৫০ টাকা।
- ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে বরাদ্দকৃত তহবিল : ৯৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ৭২ হাজার ৭৭০ টাকা।
- বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ : ৯০ কোটি ১৮ লক্ষ ১৯ হাজার ১২ টাকা।
- আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ : ৮০ কোটি ৬৩ লক্ষ ০৩ হাজার ৮০০ টাকা।
- আদায়ের হার : ৮৫%।
- পুনঃবিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ : ১৩৫ কোটি ২৭ লক্ষ ১৩ হাজার ৭৬৬ টাকা।
- পুনঃবিনিয়োগকৃত ঋণের আদায়ের হার : ৮৫%।
- শুরু হতে মোট উপকারভোগী : সর্বমোট ১,৯১,১৩০ জন।

২০২২-২৩ অর্থবছরে একনজরে দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য

ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য (টাকায়)		ঋণগ্রহীতার সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	আদায়ের হার
বিনিয়োগ	পুনঃবিনিয়োগ	(জন)	(টাকায়)	(শতকরা)
১	২	৩	৪	৫
১,০৬,০০০০০/-	৮৫,০০০০০/-	৮৮৩	১,৬২,৩৫,০০০/-	৮৫%

৪.৪ শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি):

শহর এলাকার উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার রূপকল্প বাস্তবায়নে কাজ করছে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত শহর সমাজসেবা কার্যক্রম। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শহর এলাকার পিছিয়ে পড়া ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নের অভিলক্ষ্যে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণ, সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে সকল সিটি কর্পোরেশন ও জেলা শহরসহ সর্বমোট ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা:

লক্ষ্যভুক্ত পরিবার : আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত পরিবার নির্বাচন করে পরিবারগুলোকে ৩(তিন) টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে।

(ক) পারিবারিক বার্ষিক গড় আয়: ০-২,০০,০০০ টাকা -'ক' শ্রেণি (দরিদ্রতম)

(খ) পারিবারিক বার্ষিক গড় আয়: ২,০০,০০১-৩,০০,০০০ টাকা -'খ' শ্রেণি (দরিদ্র)

(গ) পারিবারিক বার্ষিক গড় আয়: ৩,০০,০০১ টাকা-তদুর্ধ্ব-'গ' শ্রেণি (সচ্ছল)।

'ক' ও 'খ' শ্রেণির পরিবার এ কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

ঋণসীমা : জন প্রতি ১০,০০০/- থেকে ৫০,০০০/- টাকা।

ঋণ পরিশোধের সময়সীমা : ১০% সার্ভিস চার্জসহ সমান ১০টি কিস্তিতে সর্বোচ্চ ১ বছর মেয়াদে ঋণ পরিশোধযোগ্য।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

শুরু থেকে এ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০২২-২৩ অর্থবছরের অগ্রগতি	
মূল তহবিল	৮৩,৯৯,৮৯,৫১২/-	প্রাপ্ত তহবিল	১৪,৪০,০০,০০০/-
বিনিয়োগ	৭২,০৭,০৬,৬৫৯/-	বিনিয়োগ	৮,১৪,৬২,৯৬৩/-
বিনিয়োগের আদায় হার	৮৬.৬২%	বিনিয়োগের আদায় হার	৮৭%
পুনঃবিনিয়োগ	১০৭,২৫,৭৭,২৪৭/-	পুনঃবিনিয়োগ	১৭,৮৬,৮১,২৫০/-
পুনঃবিনিয়োগের আদায় হার	৯২.০৯%	পুনঃবিনিয়োগের আদায় হার	৮৯%
ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে উপকৃত পরিবার সংখ্যা	১,৫৮,৩৮৭ টি **পরিবার**	ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে উপকৃত পরিবার সংখ্যা	১০,১৩৮ টি পরিবার

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:

টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে তরুণদের উপযুক্ত মানবসম্পদ ও স্মার্ট প্রজন্ম সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ এবং তরুণ উদ্যোক্তা তৈরির উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে দেশব্যাপী ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের অধীন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের নিজস্ব কারিকুলাম অনুযায়ী পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ১,৯৪,৭৩৩ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে । ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অনুমোদনের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নতুন দিগন্তের সূচনা হয় এবং ১৪ টি সেশনে মোট ১,৪২,১৫৪ জন প্রশিক্ষণ লাভ করে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুরু থেকে এই পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা **৩,৩৬,৯৩৪** জন । তাছাড়া এটুআই প্রকল্পের মাধ্যমে কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসার ১০০০ শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে ৮০ টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) এর নিবন্ধনের জন্য যাবতীয় কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ৪৩ টি কেন্দ্র নিবন্ধিত হয়েছে। অন্য কেন্দ্রগুলোর নিবন্ধনের কাজ এনএসডিএ (NSDA) তে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া (NSDA) এর অকুপেশন চালুর প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে । সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সফটওয়্যার www.dss.nise.gov.bd আইসিটি বিভাগের আওতাধীন এসপায়ার টু ইনোভেট (a2i) এর সহযোগিতায় নির্মাণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ট্রেডসমূহ

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড (বাকাশিবো) কর্তৃক অনুমোদিত ট্রেড অনুযায়ী অনুরূপ নামকরণ ও সিলেবাস অনুসরণ করা হয়। বাকাশিবো কর্তৃক অনুমোদিত ট্রেডসমূহ:

ক্রম	ট্রেডের নাম	ট্রেড কোড
১.	কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন	৭৬
২.	ইলেকট্রিকাল হাউজ ওয়্যারিং	১৭
৩.	হার্ডওয়্যার এন্ড নেটওয়ার্কিং	৭৭
৪.	রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং	২৭
৫.	ড্রেসমেকিং এন্ড টেইলারিং	২৯
৬.	সার্টিফিকেট-ইন-বিউটিফিকেশন	৭২
৭.	মোবাইলফোন সার্ভিসিং	৩৫
৮.	প্রফিসিয়েন্সী ইন ইংলিশ কমিউনিকেশন	৯৭
৯.	গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামিং	৮১
১০.	ব্লক-বাটিক এন্ড প্রিন্টিং	৯৬

১১.	ডাটাবেজ প্রোগ্রামিং	৭৯
১২.	ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট	০২
১৩.	রেডিও এন্ড টেলিভিশন সার্ভিসিং	২৬
১৪.	বাশঁ, বেত ও পাটি শিল্প	৬৪
১৫.	জেনারেল ইলেকট্রনিক্স	৯৫
১৬.	ড্রাইভিং কাম অটো মেকানিক্স	৬৮
১৭.	ট্রাভেল ট্যুরিজম এন্ড টিকেটিং	৯১
১৮.	এমব্রয়ডারি মেশিন অপারেটর অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স	০৪
১৯.	হর্টিকালচার	৬০
২০.	আমিনশীপ	৪৮
২১.	সার্টিফিকেট ইন প্যাটার্ন ম্যাকিং	৭৩
২২.	ফুড এন্ড বেভারেজ প্রোডাকশন	৩৮
২৩.	অটোক্যাড	৩৪

এছাড়া এ্যডভান্স নেটওয়ার্কিং (Advance Networking) ও এ্যডভান্স সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট (Advace Software Development) নামে দুইটি ট্রেডের কারিকুলাম প্রণয়ন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এটুআই (a2i) এর সহযোগিতায় ট্রেড দুটি কক্সরাজার শহর সমাজসেবা কার্যালয়ে চালু হতে যাচ্ছে।

প্রশিক্ষণের মেয়াদ:

বোর্ড'এর তালিকাভুক্ত ট্রেড থেকে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী নির্বাচিত ট্রেড অনুযায়ী বোর্ড'এর সিলেবাস বা কারিকুলাম বা মডিউল মোতাবেক ৩-৬ মাস মেয়াদি/৩৬০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ কোর্স জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারি-মার্চ, এপ্রিল-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর সেশনে পরিচালিত হয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণার্থীর যোগ্যতা :

(১) প্রশিক্ষণ গ্রহণের যোগ্য ১৪ থেকে ৪৫ বছর বয়সী যে কোনো বাংলাদেশী নাগরিক (নারী/পুরুষ/হিজড়া) প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবে তবে শর্ত থাকে যে, সুবিধাবঞ্চিত ও সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।

(২) সরকারি আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচিত সরকারি কর্মচারী এবং প্রকল্প বা কর্মসূচির সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে;

(৩) প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন প্রশিক্ষণার্থীর নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকতে হবে, যথা:

(ক) ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং, সার্টিফিকেট-ইন-বিউটিফিকেশন, হর্টিকালচার ও ব্লক-বাটিক এন্ড প্রিন্টিং ট্রেড'এর জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম ৫ম শ্রেণি বা পিইসি বা সমমান উত্তীর্ণ।

(খ) অন্যান্য সকল ট্রেড'এর প্রশিক্ষণার্থীর ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি বা জেএসসি বা সমমান উর্ত্তীর্ণ।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী:

২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রশিক্ষণার্থীর তথ্য									কার্যক্রমের শুরু থেকে ২০২২-২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত ৩,৩৬,৯৩৪ জন
সেশন	**ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা**			**পরীক্ষার্থীর সংখ্যা**			**উর্ত্তীর্ণের হার**	**২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট প্রশিক্ষাণার্থীর সংখ্যা**	
জুলাই-ডিসেম্বর/ ২০২২	**নারী**	**পুরুষ**	**মোট**	**নারী**	**পুরুষ**	**মোট**			
	৪৩৯৫	৬৫৯২	১০৯৮৭	৩৯২৭	৫৮৮৯	৯৮১৬	৯২%	**২০৫৬৮**	
জানুয়ারি-জুন/ ২০২৩	৫২৭০	৪৩১১	৯৫৮১	৪৬১০	৩৭৭২	৮৩৮২	৮৬%		
মোট									

৪.৫ আশ্রয়ণ প্রকল্প

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত আশ্রয়ণ প্রকল্প কার্যক্রম সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি। সমাজসেবা অধিদপ্তর ২০০১ সাল হতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল ও দুর্দশাগ্রস্থ পরিবারকে পুনর্বাসনকল্পে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। দেশের ৫৭ টি জেলার অন্তর্গত ১৮১ টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের মোট সংখ্যা ৩৭৮টি। প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত ব্যক্তি/ পরিবার প্রতি ২,০০০ হতে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। গৃহীত ঋণের ৮% সার্ভিস চার্জসহ সমান ১০ কিস্তিতে ঋণের অর্থ পরিশোধযোগ্য।

আশ্রয়ণ প্রকল্প এর অগ্রগতি চিত্র:

০১	মোট জেলা	৫৭টি
০২	মোট উপজেলা	১৮১টি
০৩	মোট ব্যারাক সংখ্যা	২২৭৭
০৪	মোট ক্ষুদ্রঋণ (২০০০-২০০২)	২০ কোটি ৭৩ লক্ষ ১৮ হাজার
০৫	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	১২ কোটি ৭০ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৭৬ টাকা
০৬	আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ	১৩ কোটি ৬৯ লক্ষ ৫৬ হাজার ১৪৪ টাকা

০৭	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	৯ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬০৫ টাকা
০৮	আদায়ের হার	৬৮%
০৯	পুণ: বিনিয়োগ	১২ কোটি ০৪ লক্ষ ১০ হাজার ১৭০ টাকা
১০	আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ	১২ কোটি ৬০ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৬৮ টাকা
১১	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	৮ কোটি ১৯ লক্ষ ৩৫হাজার ৩৩৬ টাকা
১২	আদায়ের হার	৬৫%
১৩	আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ	১ কোটি ২৮ লক্ষ২৩ হাজার ৪৭৭ টাকা
১৪	ঋণগ্রহীতার সংখ্যা	২০৫৮৬ জন
১৫	সর্বশেষ ব্যাংক স্থিতি	৭ কোটি ৩৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৩৭ টাকা
১৬	সরকারি কোষাগারে জমা	২ কোটি ৬১ লক্ষ ০৯ হাজার ৮৮১ টাকা
১৭	আশ্রিত পরিবারের সংখ্যা	২১১১৮

২০২২-২৩ অর্থবছরে একনজরে আশ্রয়ন প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য:

মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	সরকারি কোষাগরে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ	আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের পরিমাণ	পুণ: বিনিয়োগকৃত অর্থ (কোটি টাকা)	ব্যারাক সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
২০.৭৩১৮	১২.৭০৩৬	২.৬১০৯	১.২৮২৩	১২.০৪১০	২২৭৭

ঋণগ্রহীতার সংখ্যা	সর্বশেষ ব্যাংক স্থিতি (কোটি টাকা)	আশ্রিত পরিবারের সংখ্যা	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা
৭	৮	৯	১০
২০৫৮৬	৭.৩৪১৮	২১১১৮	৩৯৫২২

সেবামূলক ও কমিউনিটি ক্ষমতায়ন

৫.০ সেবামূলক ও কমিউনিটি ক্ষমতায়ন কার্যক্রম

৫.১ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম একটি দৈনন্দিন সেবাধর্মী ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি, যা সরাসরি দরিদ্র, আর্ত-পিড়ীতের সেবার সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশে ১৯৫৮ সালে সর্বপ্রথম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এ কার্যক্রম চালু হয়। বর্তমানে ঢাকা মহানগরীসহ ৬৪ জেলায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মোট ১১৩টি ইউনিট ও উপজেলা পর্যায়ে ৪২০টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে সর্বমোট ৫৩৩টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন প্রতিটি হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়ে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর আওতায় নিবন্ধিত 'রোগীকল্যাণ সমিতি' রয়েছে।

কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

(ক) রোগীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের (Rapport building) মাধ্যমে রোগের ইতিহাস জানা এবং কাউন্সেলিং (Counseling) ও প্রেষণার (Motivation) মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ ও রোগ নিরাময়ে সক্ষম করে তোলা;

(খ) দরিদ্র ও অসহায় রোগীকে ঔষধ, পথ্য, রক্ত, চিকিৎসা সহায়ক উপকরণ, যাতায়াত ভাড়া, লাশ পরিবহন ও মৃতের সৎকার এবং রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত পরীক্ষার খরচ ইত্যাদি খাতে সহায়তা দান;

(গ) হাসপাতালে পরিত্যক্ত ও অসহায় সুবিধাবঞ্চিত শিশু এবং ভবঘুরে নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে শিশু আইন, ২০১৩, এবং বিদ্যমান অন্যান্য আইন অনুসারে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ;

(ঘ) হাসপাতাল থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কর্মক্ষম, সহায় সম্বলহীন ব্যক্তিকে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণে সহায়তা দান;

(ঙ) বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা এবং প্রতিবন্ধী রোগীকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে সেবা দান ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনয়নে সহায়তা দান;

(চ) ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, জন্মগত হৃদরোগ, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, থ্যালাসেমিয়াসহ জটিল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে সেবা দান ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনয়নে সহায়তা দান;

(ছ) পরিবার-পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং সব ধরনের সংক্রামক ও জটিল রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ;

(জ) রোগীর পরিবারের সাথে যোগাযোগ এবং রোগীর গৃহ পরিদর্শনসহ পারিবারিক সমস্যা নিরসন, পারিবারিক বন্ধন দৃঢ়ীকরণ, পরিবার তথা সমাজে পুনঃএকীকরণে সহায়তা দান;

(ঝ) হিজড়া শিশুর চিকিৎসা সহায়তা প্রদান ও কাউন্সেলিং এবং

(ঞ) হাসপাতাল থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ও চিকিৎসা গ্রহণরত ব্যক্তিকে অনুসরণ (Follow up)।

মানসিক সহায়তা:

(ক) অপারেশন এবং দুরারোগ্য রোগের ক্ষেত্রে রোগীর মনোবল বৃদ্ধি ও সাহস জোগানো;

(খ) হাসপাতালে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে আগত নির্যাতিত নারী ও শিশুদের মনোবল বৃদ্ধিতে তাৎক্ষণিক মোটিভেশন ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান;

(গ) রোগীকে নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য মানসিক সাপোর্ট এর মাধ্যমে সেবা প্রদান; এবং

(ঘ) মানসিক ও মাদকাসক্ত রোগীদের মানসিক উন্নয়নে সহায়তার পাশাপাশি অভিভাবকদের মানসিকভাবে উদ্বুদ্ধকরণ ও পরামর্শ প্রদান।

সামাজিক সহায়তা:

(ক) হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসা প্রাপ্তিতে সহায়তা;

(খ) সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, জন্মগত হৃদরোগ, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, থ্যালাসেমিয়া ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত রোগীকে সাহায্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) জটিল রোগসমূহ যেমন-ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, যক্ষ্মা, এইডস ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত রোগীকে ডাক্তারের পরামর্শে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরে সহযোগিতা প্রদান;

(ঘ) অজ্ঞাত রোগীর ক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) প্রয়োজনে রোগীর গৃহ পরিদর্শন, ফলোআপ ও পরিবারবর্গের সাথে যোগাযোগ;

(চ) শিশু, প্রতিবন্ধী, হিজড়া ব্যক্তি ও প্রবীণদের চিকিৎসা সেবায় অগ্রাধিকার প্রদান;

(ছ) আশ্রয়হীন, ঠিকানাবিহীন ও পরিত্যক্ত শিশু অথবা ব্যক্তির চিকিৎসাসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) পরিবার-পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ছোঁয়াচে ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে নিয়মিত ইনডোর ও আউটডোরের রোগীদের কাউন্সেলিং ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সেবাদান;

(ঝ) ছোঁয়াচে ও সংক্রামক রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন এবং প্রচারণামূলক লিফলেট, ব্রুশিয়র ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঞ) নকল হিজড়া হওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য কাউন্সেলিং ও মোটিভেশন এর মাধ্যমে সেবা প্রদান; এবং

(ট) ক্ষেত্রমত, রোগীদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ, যেমন: টিভি, দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদির কর্নার, শিশু খেলাঘর ইত্যাদি স্থাপন।

আর্থিক সহায়তা :

হাসপাতালের বহিঃ ও অন্তঃবিভাগে চিকিৎসাসেবা গ্রহণকারী অসহায়, দুস্থ ও দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বস্ত্র, পথ্য, রক্ত, লাশ পরিবহন, মৃতের সৎকার, যাতায়াত ভাড়া, কৃত্রিম অঙ্গ, চিকিৎসা সহায়ক সামগ্রী এবং অন্যান্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদান। ক্ষেত্রমত, রোগীর সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ফ্রি চিকিৎসা গ্রহণের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ।

সমিতির আয়ের উৎস :

(ক) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ও অন্যান্যভাবে প্রাপ্ত সরকারি অনুদান;

(খ) সাধারণ, আজীবন সদস্য চাঁদা;

(গ) দানশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাকাত, দান, অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত নগদ অর্থ;

(ঘ) দানশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাপ্ত চিকিৎসা সহায়ক দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি এবং

(ঙ) বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাপ্ত নগদ অর্থ ইত্যাদি।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সেবা প্রদানের পরিসংখ্যান:

সেবা প্রদানকারী কার্যালয়	:	**জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা**		
ঢাকা মহানগরীসহ ৬৪ জেলায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল মোট ১১৩ টি ইউনিট ও উপজেলা পর্যায়ে ৪২০টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে সর্বমোট ৫৩৩টি ইউনিটে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।		আর্থিক ভাবে	সামাজিক ও অন্যান্যভাবে	মোট উপকারভোগীর সংখ্যা
		২,৩২,৩২৬ জন	৫,৫৮,৮১৬ জন	৭,৯১,১৪২ জন

হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের স্থিরচিত্র।

৫.২ প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিসেস

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে 'প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রম' অন্যতম। ১৯৬০ সালে 'প্রবেশন অফ অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স' জারীর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে এ কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৯৬২ সালে ২য় পাঁচশালা পরিকল্পনাধীন সংশোধনমূলক কার্যক্রম চালু হয় এবং ২টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। যথা- (১) প্রবেশন অব অফেন্ডার্স প্রকল্প এবং (২) আফটার কেয়ার সার্ভিসেস। বর্তমানে ৬টি সিএমএম কোর্টসহ ৬৪টি জেলায় সর্বমোট ৭০টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও সকল উপজেলা সমাজসেবা অফিসার এবং বিভাগীয় শহর সমাজসেবা অফিসারগণ প্রবেশন অফিসারের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রবেশন কি:

কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তি এবং আইনের সাথে সংঘর্ষে আসা কোন শিশুকে কারাগারে না রেখে বিজ্ঞ আদালতের আদেশে শর্ত সাপেক্ষে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে তার পরিবার ও সামাজিক পরিবেশে রেখে কৃত অপরাধের সংশোধন ও তাকে সামাজিকভাবে একীভূতকরণের সুযোগ দেয়ার প্রক্রিয়া হচ্ছে "প্রবেশন"। এটি একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক সংশোধনীমূলক কার্যক্রম। এটি অপরাধীর বিশৃঙ্খল ও বেআইনি আচরণ সংশোধনের জন্য একটি সুনিয়ন্ত্রিত কর্মপদ্ধতি। এখানে অপরাধীকে পুন:অপরাধ রোধ ও একজন আইন মান্যকারী নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য সহায়তা করা হয়।

কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- প্রবেশনারকে আত্মশুদ্ধি করতে সুযোগ দেওয়া ও সাহায্য করা ;
- সামাজিক ও মনস্তাত্বিক চিকিৎসার মাধ্যমে অর্থাৎ অপরাধের মূল কারণসমূহ নির্ণয়পূর্বক প্রবেশনারের সংশোধনের ব্যবস্থা করা;
- চারিত্রিক সংশোধনের মাধ্যমে পুনঃঅপরাধ রোধ করতে সহায়তা করা;
- প্রবেশনারকে শৃঙ্খল জীবনযাপনে সহায়তা করা;
- একজন আইনমান্যকারী নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করা;
- প্রবেশনারের পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের মন হতে বিরুপ মনোভাব দূর করে প্রবেশনারের প্রতি সমানুভূতিশীল করে তোলা;
- সমাজে উৎপাদনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দান করা;
- মোটিভেশন, কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে অপরাধ সম্পর্কে প্রবেশনারকে সচেতন করে তাকে অপরাধ হতে দূরে রাখা;
- সামান্যতম ভুলের জন্য অপরাধীকে 'দাগী আসামী' হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার হাত হতে রক্ষা করা;
- সংশোধনের পর প্রবেশনারকে সমাজে পুনঃএকীকরণ;
- সমাজে অপরাধের সংখ্যা উত্তরোত্তর কমিয়ে আনা;
- শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী আইনের সংস্পর্শে আশা শিশু, আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুর যথাযথ পরিচর্যা ও মূল্যায়ণ, কিশোর অপরাধ কমিয়ে আনা এবং পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে মূলস্রোতধারায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ;

সেবাদান পদ্ধতি :

- বিজ্ঞ আদালতে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধী কর্তৃক আবেদন;
- বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রবেশন অফিসারকে অপরাধী সম্পর্কে প্রাক-দন্ডাদেশ প্রতিবেদন প্রদানের আদেশ;
- প্রবেশন অফিসার কর্তৃক প্রাক-দন্ডাদেশ প্রতিবেদন দাখিল;
- বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রবেশন মঞ্জুর (অপরাধী কর্তৃক বন্ড সহি প্রদান সাপেক্ষে);
- প্রবেশন মেয়াদে অপরাধীকে কাউন্সেলিং, মনিটরিংসহ তার উন্নয়নের বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান;
- প্রবেশন অফিসার কর্তৃক নিয়মিত আদালতে প্রতিবেদন দাখিল;
- প্রবেশন মেয়াদান্তে প্রবেশন অফিসারের প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত কর্তৃক প্রবেশনারকে মুক্তি প্রদান/কারাগারে প্রেরণ;
- শিশুর ক্ষেত্রে শিশু আইন ২০১৩ এর ধারা ৩৪ উপ-ধারা ৬ মোতাবেক শিশুকে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখার পরিবর্তে সদাচরণের জন্য শিশু আদালতের আদেশক্রমে প্রবেশন সেবা প্রদান;
- কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন ২০০৬ এর আওতায় কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের তালিকা প্রস্তুত এবং শর্ত সাপেক্ষে তাদের মুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু ও আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে সংশ্লিষ্ট থানার শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ ;
- শিশু আইন ২০১৩ এর ধারা ৪৮ মোতাবেক আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু ও আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে সংশ্লিষ্ট থানার শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ ও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ;
- শিশুকে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখার পরিবর্তে সদাচরণের জন্য শিশু আদালতের আদেশক্রমে প্রবেশন সেবা প্রদান;
- শিশু আইন ২০১৩ এর ধারা ৮৪ ও ধারা ৮৫ মোতাবেক সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিকল্প পরিচর্যার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা নিশ্চিতকরণ।
- শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার সাথে যৌথভাবে শিশুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মূল্যায়নপূর্বক বিকল্প পন্থা অবলম্বন কিংবা জামিনের বিষয়ে সহায়তা প্রদান; এবং
- আফটার কেয়ার কার্যক্রমের মাধ্যমে কয়েদীদের উপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও পুনর্বাসন।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সেবা প্রদানের পরিসংখ্যান:

সেবা প্রদানকারী কার্যালয়	মঞ্জুরীকৃত প্রবেশনারের সংখ্যা	অব্যাহতি / মুক্তিপ্রাপ্ত প্রবেশনারের সংখ্যা	ডাইভারশন প্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা	ডাইভারশন থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা	সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যায় প্রেরণ	আফটার কেয়ারের মাধ্যমে পুনর্বাসিত	২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের অনুদান
৬৪টি জেলা ও ৬টি সিএমএম কোর্ট (ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট)। সর্বমোট ৭০টি ইউনিট	৫৬৯৫	৮০৯	১০৫৫	৫৩৭	৭৭৫	৫৬৩১	১০০০০০০০ (এক কোটি টাকা)

৫.৩ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন, বেসরকারি এতিমখানার নিবন্ধন, কার্যকরী কমিটি অনুমোদন, গঠনতন্ত্র অনুমোদন/সংশোধন, কার্যএলাকা সম্প্রসারণ/অনুমোদন, জনসেবামূলক কাজে তাদের উৎসাহ দেয়া এবং প্রকল্প গ্রহণে সহায়তা করা। সংস্থাসমূহ মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে কাজ করে থাকে। স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর ২(চ) ধারার তফসিলে বর্ণিত ১৫(পনেরো) টি বিষয়ের উপর যে সমস্ত সংস্থা কাজ করতে আগ্রহী তাদেরকে নিবন্ধন দেয়া হয়। তার মধ্যে নারীকল্যাণ, শিশুকল্যাণ, শারীরিক ও মানসিকভাবে অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ হতে জনগণকে বিরত রাখা, সামাজিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, কারামুক্ত কয়েদিদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন, কিশোর অপরাধীদের কল্যাণ, সামাজিক কল্যাণ কার্যে প্রশিক্ষণ এবং সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের সমন্বয় সাধন ইত্যাদি।

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন জেলার মাধ্যমে ৫৬৪ টি সংস্থা নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিবন্ধন ফি ও ভ্যাট বাবদ রাজস্ব আদায় ৩২,৪৩,০০০ টাকা।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে একাধিক জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে এমন ৭০ টি সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটি অনুমোদন দেয়া হয়।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে একাধিক জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য সম্প্রসারণ আদেশ দেয়া হয় ১৮ টি সংস্থাকে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে নামের ছাড়পত্রের অনাপত্তি প্রদান করা হয় ৫৮ টি সংস্থাকে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণের নিমিত্ত বিভিন্ন জেলায় ১৫ টি সংস্থা পরিদর্শন করা হয়।
- ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশটি হালনাগাদ করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চূড়ান্তকরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
- একাধিক জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থার গঠনতন্ত্র সংশোধন, ডুপ্লিকেট সনদ প্রদান, সংস্থার অভিযোগ তদন্ত, তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠন, সংস্থার নির্বাচন সম্পন্নসহ আরো কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

৫.৪ সেমিনার / ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
১১০ টি	৩,৩০১ জন

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন

৬.০ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৬.১ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৬৩ সালের ১ মার্চ 'চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সেন্টার' নামে ইউনিসেফের সহযোগিতায় সমাজকল্যাণ একাডেমির সূচনা। পরবর্তীতে ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭ খ্রি. সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরকারিভাবে 'সমাজকল্যাণ আন্তঃপ্রশিক্ষণ কেন্দ্র' নামক প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় আন্তঃপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে 'জাতীয় সমাজকল্যাণ একাডেমি'তে উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী "জাতীয় সমাজকল্যাণ একাডেমি'র নাম পরিবর্তন করে 'জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি' হিসেবে নামকরণ হয়। ১৯৮৪ সালে এটি একটি স্থায়ী রাজস্ব খাতের প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।
১৯৯৫-৯৬ সালে গৃহীত 'সমাজকল্যাণ কমপ্লেক্স' নামে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির জন্য পৃথকভাবে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। ঢাকার আগারগাঁওস্থ শেরেবাংলানগরে নির্মিত সমাজসেবা ভবন চত্বরে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির নতুন নির্মিত ভবনে এর কার্যক্রম শুরু হয়। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি ভবন এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি পেশাদার প্রশিক্ষণ একাডেমি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে। বর্তমানে একাডেমিতে একই সাথে ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী বসার জন্য দুটি প্রশিক্ষণকক্ষ, লাইব্রেরি, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। একাডেমি ভবনে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বর্তমানে স্থায়ী কোন আবাসিক ব্যবস্থা নেই যা থাকা একান্ত অপরিহার্য। তবে আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা 'সিডা' কানাডা এবং মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় অস্থায়ীভাবে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলাস্থ ১৪ টি কক্ষে ৫৪ জন প্রশিক্ষণার্থীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রূপকল্প

সমাজসেবার ক্ষেত্রে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং দক্ষতা বিকাশে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন।

অভিলক্ষ্য

দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ বিনির্মাণের জন্য তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও আধুনিক সমাজকর্মের অনুশীলন নির্ভর বিশেষায়িত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ ও সক্ষম জনশক্তি প্রস্তুত করা।

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির মূল্যবোধ

- শৃঙ্খলা
- সততা
- ন্যায়পরায়ণতা
- পেশাদারিত্ব
- শুদ্ধাচার
- ইনোভেশন বা উদ্ভাবন
- অংশীদারিত্ব
- ফলাফলভিত্তিক প্রশিক্ষণ

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির জনবল কাঠামো

কর্মকর্তা ৫ জন এবং ১৬ জন কর্মচারী কর্মরত আছেন।

প্রশিক্ষণ সুবিধাদি

প্রশিক্ষণ কক্ষ

প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দুটি সুসজ্জিত প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ কক্ষের ধারণক্ষমতা ৩৫। প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসেবে ডিজিটাল স্মার্ট বোর্ড, মাইক্রোফোন, মাল্টিমিডিয়া ও ওভারহেড প্রজেক্টর, ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারের জন্য ৩৭ টি ল্যাপটপ এবং ওয়াই-ফাই জোনসহ হাইস্পিড ইন্টারনেট একসেসিবিলিটির সুবিধা রয়েছে।

৪৮ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সম্মানিত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর মহোদয়

প্রশিক্ষণার্থীগণের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের স্থিরচিত্র

হোস্টেল

প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের পূর্ণ আবাসিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা একান্ত অপরিহার্য। এ মুহূর্তে একাডেমিতে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ আবাসিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। বর্তমানে একাডেমিতে মোট ১৪ টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ৫৪ জন প্রশিক্ষণার্থী থাকার সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

হোস্টেল কক্ষ

ক্যাফেটেরিয়া

একাডেমিতে বর্তমানে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাফেটেরিয়া আছে-যেখানে একই সাথে ৭২ জন প্রশিক্ষণার্থীর বুফে পদ্ধতিতে খাবার গ্রহণের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

ক্যাফেটেরিয়া

লাইব্রেরী

লাইব্রেরী

লাইব্রেরীতে বর্তমানে প্রায় ৩২৫ ক্যাটাগরির ৪০০০টি বই রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীগণ তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী বই সংগ্রহ করে পড়ালেখা করতে পারেন। তাছাড়া অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর উক্ত লাইব্রেরী ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। 'সিডা-কানাডা' প্রদত্ত অত্যাধুনিক চেয়ার, টেবিল, বুক শেলফ ইত্যাদি ফার্নিচারের সন্নিবেশে লাইব্রেরীটি এখন অনেক বেশি উন্নত।

চিত্তবিনোদন ও ব্যায়ামাগার:

প্রশিক্ষণার্থীদের চিত্তবিনোদনের জন্য এলইডি স্মার্ট টিভি, জাতীয় ০৩টি দৈনিক পত্রিকা এবং খেলাধুলার জন্য টেবিল টেনিস, ক্যারাম, দাবা এবং ব্যাটমিন্টন এর সুবিধা রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ব্যায়ামাগার।

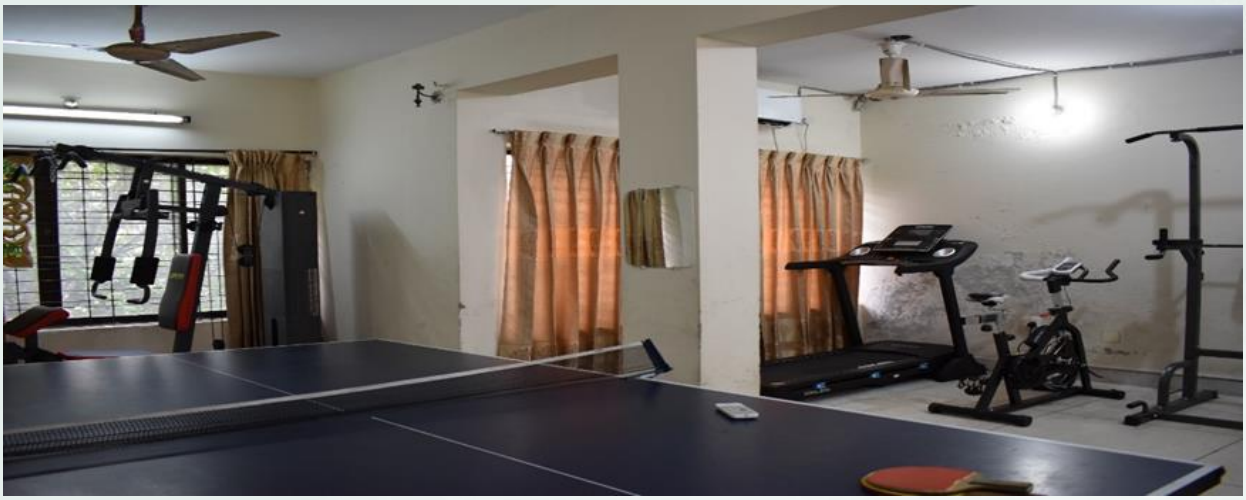

ব্যায়ামাগার

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ:

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সসহ স্বল্পমেয়াদি ১৪টি প্রশিক্ষণ কোর্স, ৮টি কর্মশালা, ৪টি সেমিনার ও ৩টি ইনহাউজ প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে মোট ১৪০৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ই-নথি সিস্টেম, অফিস ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইনহাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ক্রম	প্রশিক্ষণ/ সেমিনার/কর্মশালার নাম	মেয়াদ	মোট
১.	২০২১-২২ অর্থবছরের গবেষণাপত্র প্রকাশ ও উপস্থাপন (সেমিনার)	১৮ জুলাই ২০২২	৩০ জন
২.	পদোন্নতিপ্রাপ্ত সহকারী সমাজসেবা অফিসারদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স	২৪-২৮ জুলাই ২০২২	৩২ জন
৩.	ই-নথি সিস্টেম (ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ)	০৪ আগস্ট ২০২২	০৬ জন
৪.	Special ToT on Training Method (১ম ব্যাচ)	১০-১১ আগস্ট ২০২২	৩৫ জন
৫.	উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ বাস্তবায়নে উৎকর্ষতা সাধন (১ম ব্যাচ)	২৯ আগস্ট-০১ সেপ্টেম্বর ২০২২	৩৪ জন
৬.	৪৮তম বুনিয়াদি শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১১ সেপ্টেম্বর-০৯ নভেম্বর ২০২২	৩৫ জন
৭.	উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ বাস্তবায়নে উৎকর্ষতা সাধন (২য় ব্যাচ)	২৬-২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২	৩১ জন
৮.	Social Services Officer's (Municipal) Capacity Building and Skill Development	১০-১৩ অক্টোবর ২০২২	৩৫ জন
৯.	Special TOT on Training Method (২য় ব্যাচ)	২৩-২৪ নভেম্বর ২০২২	৩৫ জন

ক্রম	প্রশিক্ষণ/ সেমিনার/কর্মশালার নাম	মেয়াদ	মোট
১০.	অফিস ব্যবস্থাপনা (ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ)	৩০ নভেম্বর ২০২২	১৮ জন
১১.	৪৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	০৫ ডিসেম্বর ২০২২-০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	৩৫ জন
১২.	সমাজসেবা অধিদপ্তরের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের অন্তরায়সমূহ এবং তা নিরসনের উপায় (সেমিনার)	১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	৯০ জন
১৩.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	১৬ জন
১৪.	চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অংশ হিসেবে সমাজসেবা অধিদপ্তরের দক্ষতা উন্নয়ন বাস্তবায়নে কর্মপন্থা নির্ধারণ (সেমিনার)	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	১০০ জন
১৫.	সমাজসেবা অধিদপ্তরের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বর্তমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (সেমিনার)	০২ মার্চ ২০২৩	১০৪ জন
১৬.	৫০ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	১৩ মার্চ-১৮ মে, ২০২৩	৩৪ জন
১৭.	সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত আবাসিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধায়ক/উপতত্ত্বাবধায়কগণের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপন (কর্মশালা) (বরিশাল বিভাগ)	০৩ মে ২০২৩	৭০ জন
১৮.	পদোন্নতিপ্রাপ্ত সমাজসেবা অফিসারদের ওরিয়েন্টশন	০৭ - ১১ মে ২০২৩	৩৮ জন
১৯.	আইন দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধায়ক/উপতত্ত্বাবধায়কগণের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ (কর্মশালা) (চট্রগ্রাম বিভাগ)	০৭ মে ২০২৩	৮০ জন
২০.	হাসপাতাল সমাজসেবা অফিসারদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপন (কর্মশালা) (সিলেট বিভাগ)	১৬ মে ২০২৩	৫০ জন
২১.	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ (কর্মশালা) (খুলনা বিভাগ)	২০ মে ২০২৩	৭০ জন
২২.	Probation Officer's Competency Development	২১ - ২৫ মে ২০২৩	৩৫ জন
২৩.	দশম গ্রেড/সমমান কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ (কর্মশালা) (ময়মনসিংহ বিভাগ)	২৭ মে ২০২৩	৭০ জন
২৪.	Social Services Officer (Municipal) Capacity Building and Skill Development	২৮ মে - ০১ জুন ২০২৩	৩৫ জন
২৫.	৫১ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	২৮ মে - ২৭ জুলাই ২০২৩	৩৪ জন
২৬.	সহকারী পরিচালকগণের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ (কর্মশালা) (ঢাকা বিভাগ)	০১ জুন ২০২৩	৮০ জন
২৭.	Training on Capacity Building and Skill Development for Assistant Director	০৪-০৮ জুন ২০২৩	৩৫ জন
২৮.	সমাজসেবা অফিসার (মিউনিসিপ্যাল) গণের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ (কর্মশালা) (রংপুর বিভাগ)	১০ জুন ২০২৩	৭০ জন
২৯.	পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমাজসেবা অফিসারদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ (কর্মশালা) (রাজশাহী বিভাগ)	১৩ জুন ২০২৩	৭০ জন
		সর্বমোট=	**১৪০৭ জন**

৬.২ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬ টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত (১) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি (২) Computer Application & Office Management (৩) দপ্তর ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিধি (৪) ওরিয়েন্টেশন কোর্স (৫) দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা (৫) আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা (৬) Office Management & ICT কোর্স (৭) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও শিশুর মনোসামাজিক সুরক্ষা (৮) শিশু উন্নয়ন ও বিকাশ (৯) আর্থিক ও দপ্তর ব্যবস্থাপনা (১০) Office Management & Communication (১১) Digital Office Management & Computer Application এবং (১২) ইনহাউজ প্রশিক্ষণ ইত্যাদি শিরোনামে ৮৯টি কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর মোট ২৫৭৮ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যাদের মধ্যে পুরুষ ১৭৯৮ জন এবং মহিলা ৭৮০ জন। এসব প্রশিক্ষণের ফলে বিশাল জনবল তাদের অর্জিত সাফল্যের দ্বারা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

প্রশিক্ষণকে কার্যকর ও ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। অনুসৃত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীকে লিখিত পরীক্ষা, অ্যাসাইনমেন্ট, মৌখিক উপস্থাপনা, মাঠ দর্শন, খেলাধুলা, শ্রেণিকক্ষ অধিবেশনে উপস্থিতি, পোশাক পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণ পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। সামগ্রিক মূল্যায়নে মেধা তালিকার শীর্ষের তিনজন প্রশিক্ষণার্থীকে পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হয়। প্রশিক্ষণকে অধিকতর প্রাণবন্ত করার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের অভিজ্ঞ রিসোর্স পার্সনের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয় হতে অতিথি রিসোর্স পার্সনদের এনে প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এর বিবরণ :

ক্রম:	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম	প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা			মন্তব্য
			পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা	১৯ টি	৩১৫ জন	১৩৪ জন	৪৪৯ জন	
২	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	২৩ টি	৪৬২ জন	২৩৬ জন	৬৯৮ জন	
৩	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী	৯ টি	২১০ জন	৬২ জন	২৭২ জন	
৪	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা	১২ টি	২৯৪ জন	৯৩ জন	৩৮৭ জন	
৫	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট	১৪ টি	২২৪ জন	৮৪ জন	৩০৮ জন	
৬	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বরিশাল	১২ টি	২৯৩ জন	১৭১ জন	৪৬৪ জন	
	মোট=	**৮৯ টি**	**১৭৯৮ জন**	**৭৮০ জন**	**২৫৭৮ জন**	

মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর মহোদয় কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ ও পুরস্কার বিতরণের স্থিরচিত্র।

৬.৩ আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মহিলাদের জন্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার নিমিত্তে ১৯৭৩ সালে দুটি আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। ঢাকার মিরপুর ও রংপুরের শালবনে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র দুটিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মহিলাদের পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণপূর্বক জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য। কেন্দ্র দুটিতে শুরু হতে এ পর্যন্ত মোট ১৯৭৯৯ জনকে চামড়ার জিনিষপত্র তৈরি, ব্লক-বাটিক, প্রিন্টিং, ফুল তৈরি, উল বুনন, পুতুল তৈরি, দর্জি বিজ্ঞান, এমব্রয়ডারি, পার্লারের কাজ, পোশাক তৈরি, বাঁশ ও বেতের কাজসহ বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯৬ জন মহিলাকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

মহিলাদের আর্থসামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ছবি।

৬.৪ দুস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র

গাজীপুর জেলার টঙ্গীর দত্তপাড়াস্থ বাস্তুহারা পুনর্বাসন এলাকায় বসবাসকারী গৃহহীন ও ভূমিহীন বেকারদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রটি চালু করা হয়। প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০ জন দুস্থ ও বেকার মহিলাকে সংগঠিত করে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনশীল ও কর্মোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ কেন্দ্রটি চালু করা হয়। টঙ্গী শিল্পাঞ্চল হওয়ায় দুস্থ মহিলাদের তাঁত প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রটিতে হস্তচালিত তাঁত স্থাপন করে মহিলাদের তাঁত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে পুনর্বাসনের সংখ্যা ৬২৩।

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

৭.০ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

৭.১ সরকারি শিশু পরিবার

শিশুদের প্রতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং সমাজকল্যাণ দর্শনের আদর্শে ব্রতী হয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর পিতৃহীন বা পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের স্নেহ ভালবাসা ও আদর যত্নে লালন-পালনসহ তাদের প্রযত্ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ, চিত্তবিনোদন এবং পুনর্বাসনের জন্য সরকারি শিশু পরিবার পরিচালনা করে আসছে। বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অঙ্গিকার হিসেবে সমাজের এতিম ও দুস্থ শিশুদের সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিম্নরুপ কাজগুলি নিরলসভাবে করে যাচ্ছে।

- শিশু পরিবারে ভর্তির পর থেকে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এতিম শিশুদের স্নেহ-ভালবাসা ও আদর-যত্নের সাথে লালন-পালন, ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- মেধাবী ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী ১৮ বছর উত্তীর্ণ নিবাসিদের বিশেষ বিবেচনায় শিশু পরিবারে অবস্থানের মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ;
- নিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা;
- ধর্মীয়, নৈতিক ও আচার-আচরণগত শিক্ষা প্রদান;
- সাধারণ ও ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান;
- বৃত্তিমূলক ও কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নিবাসীদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষ সাধন ;
- পুনর্বাসন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- বিনোদনমূলক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ড পরিচালনা;
- আর্থসামাজিক পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা;
- সিভিল সার্জন বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে আবেদনকারী এতিম শিশুর বয়স ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা যাচাই;
- ভর্তি কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন;
- বিনামূল্যে এতিম শিশু ভর্তি;
- শিশুদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত মর্যাদায় সমাজে পুনর্বাসন;
- শিশুর পুনর্বাসনে আর্থিকভাবে, চাকুরী প্রদানের মাধ্যমে বা তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান;
- শিশুদের প্রতি সহমর্মী আচরণ করা এবং
- শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে যে কোন ধরণের সহযোগিতা প্রদান।

মেধাবৃত্তি

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সরকারি শিশু পরিবারসহ সকল আবাসিক প্রতিষ্ঠানে এতিম, দুস্থ, অসহায় ও প্রতিবন্ধী মেধাবী শিশু, যারা দেশের অভ্যন্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণিতে অধ্যয়নরত আছে। এসব মেধাবী নিবাসিদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর থেকে মেধাবৃত্তি চালু করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ ও দ্বাদশ) মাসিক ১০০০ টাকা এবং উচ্চতর (ডিগ্রী/অনার্স ও মাস্টার্স) মাসিক ২৫০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারি শিশু পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের সুবিধার্থে উচ্চতর স্তরে মাথাপিছু বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা হারে ১৯৩ জন এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মাথাপিছু বার্ষিক ১২ হাজার টাকা হারে ২৬৮ জন নিবাসির মধ্যে মেধাবৃত্তি বাবদ সর্বমোট ৯০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৭.২ ছোটমণি নিবাস

সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পরিত্যক্ত, ঠিকানাহীন, দাবীদারহীন ও পাচারকারীদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত এবং ০-৭ বছর বয়স পর্যন্ত বিপন্ন শিশুদের গ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগসহ লালন পালনের জন্য ৬ বিভাগে ৬টি ছোটমণি নিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে পরিত্যক্ত নবজাতক শিশু, পাচারকারীদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত শিশু, বিপন্ন শিশু, দাবীদারহীন এবং নাম পরিচয়হীন শিশু থানায় জিডিকরণের মাধ্যমে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে এ সকল শিশুকে অধিদপ্তর পরিচালিত সরকারি শিশু পরিবার কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরপূর্বক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৬০০। এ পর্যন্ত (জুন ২০২৩) পুনর্বাসনের সংখ্যা ১ হাজার ৬১৬জন।

সেবাসমূহ

- পরিত্যক্ত ও দাবীদারহীন শিশু উদ্ধার ;
- থানায় সাধারণ ডায়েরী;
- কেন্দ্রে গ্রহণ, সরাসরি ভর্তি ও নিবন্ধন;
- লালন পালনের পূর্ণ দায়দায়িত্ব এবং অভিভাবকত্ব গ্রহণ;
- মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান;
- শিশুদের সরকারি খরচে আবাসন, ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা, খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থাকরণ এবং
- ৭ বছর বয়সের পর সরকারি শিশু পরিবারে স্থানান্তর।

ছোটমনি নিবাস, ঢাকায় ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহত মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে আসা নবজাতক ফাতেমা খাতুন

৭.৩ দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র

নিম্ন আয়ের কর্মজীবী মহিলাদের ৫-৯ বছর বয়সের শিশু সন্তানদের মায়ের অনুপস্থিতিতে মাতৃস্নেহে নিরাপত্তার সাথে প্রতিপালনপূর্বক মায়েদের নিকট ফেরত প্রদান করা হয়। কর্মজীবী মায়েদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৪-৮ বছর বয়সের

শিশুদের সরাসরি ভর্তি করা হয়। সকাল ৭ টায় শিশুরা কেন্দ্রে আসে। বিকাল ৫ টায় মা অথবা অভিভাবক এসে শিশুদের বাড়ি নিয়ে যায়। নিবাসীদের ভরণপোষণ, সাধারণ শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত (জুন ২০২৩) সেবা গ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা ৮,৪৭৪। দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিনই খোলা থাকে।

সেবাসমূহ

- ৪-৮ বছর বয়সের শিশুদের সকাল ৮.০০ থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত দিবাকালীন সেবাদান;
- শিশুদের প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন সকাল ও বিকালের নাস্তাসহ দুপুরের খাবার সরবরাহ;
- শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, খেলাধুলা ও বিনোদন;
- প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন প্রতিষ্ঠানের পোশাক পরিধান;
- দুপুরে শিশুদের ঘুমানোর ব্যবস্থা;
- শিশুদের নিরাপত্তা বিধানসহ মাতৃস্নেহে লালন পালন।

মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর মহোদয় কর্তৃক দিবাকালীন শিশু যত্নকেন্দ্র পরিদর্শন।

শিশুদের "ভালো স্পর্শ খারাপ স্পর্শ" সম্পর্কে অবহিতকরণ।

৭.৪ দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র:

দরিদ্র, অসহায়, ছিন্নমূল ও দুস্থ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য উপায়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর ৩টি দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা করছে। বর্তমানে এ ৩টি কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৭৫০। এ পর্যন্ত (জুন ২০২৩) পুনর্বাসনের সংখ্যা ৫ হাজার ৭৩৬।

সেবাসমূহ:

- দরিদ্র এবং পিতৃমাতৃহীন শিশুকে লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

- শিশুদের সামাজিকীকরণ, চিত্তবিনোদন, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ এবং
- দায়িত্বশীল ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং ধর্মীয় রীতিনীতি ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান।

দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, কোনাবাড়ী, গাজীপুর এর প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র।

শেখ রাসেল দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর শিশুদের এসেম্বলির স্থিরচিত্র ।

৭.৫ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র

বিচার প্রক্রিয়ায় আটকাদেশ প্রাপ্ত শিশু আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত শিশু (এমন কোনো শিশু, যে দন্ড বিধির ধারা ৮২ ও ৮৩ এ বিধান সাপেক্ষে, বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত বা বিচারে দোষী সাব্যস্ত) এবং বিচারের আওতাধীন শিশুর আবাসন, সংশোধন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে শিশু আইন, ২০১৩ এর ধারা ৫৯ অনুসারে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক/বালিকা) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক/বালিকা) আগত ও অবস্থানরত শিশুদের আবাসন, সংশোধন, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা রয়েছে। এসব শিশুকে সমাজে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গাজীপুরের টঙ্গীতে ১৯৭৮ সনে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক), কোণাবাড়ীতে ২০০২ সনে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালিকা) এবং যশোরের পুলেরহাটে ১৯৯২ সনে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) স্থাপিত হয়। নিবিড় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে আইনের সাথে সংঘর্ষে জড়িত শিশুদের উপযুক্ত কেসওয়ার্ক, কেস ম্যানেজমেন্ট, গাইডেন্স, কাউন্সেলিং, শিক্ষা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের মানসিকতার উন্নয়নপূর্বক সমাজে পুনর্বাসন ও পুনঃএকীকরণ করাই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত এ ৩টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক/বালিকা)'র অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৬০০। এ পর্যন্ত (জুন ২০২৩) পুনর্বাসনের সংখ্যা ৫৪ হাজার ২৪৯ জন।

সেবাসমূহ:

- বিভিন্ন থানায়/কারাগারে আটককৃত শিশুদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির সহায়তা;
- বিভিন্ন কারাগারে আটক শিশুকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থানান্তর;
- শিশু আদালত কর্তৃক প্রেরিত শিশুকে গ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদান;
- ভরণপোষণ, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান;
- শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষতা সাধন;
- কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে মানসিকতার উন্নয়ন;

- পরিচয়হীন শিশুর আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজে বের করা ও সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং
- ফলোআপ করা।

৭.৬ ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানা

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের জনগণ অবহেলিত দুঃস্থ এতিম শিশুদের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশের সকল ধর্মীয় মতাবলম্বী জনগণেরই এতিম শিশুদের লালনপালনের জন্য বেসরকারিভাবে এতিমখানা পরিচালিত হয়ে আসছে। বেসরকারি এসকল এতিমখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে সহযোগিতা প্রদান করা হয়। বেসরকারিভাবে এতিমখানাসমূহ প্রথমতঃ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১ অনুযায়ী নিবন্ধন প্রদান এবং পরবর্তীতে নিবন্ধনপ্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানাসমূহের শিশুদের প্রতিপালন, চিকিৎসা এবং শিক্ষা প্রদানের জন্য আর্থিক সহায়তা করা হয়, যা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট নামে পরিচিত। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৪ হাজার ১৪৩ টি বেসরকারি এতিমখানার ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৬৬ জন এতিম শিশুকে ২৮০ কোটি টাকা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট হিসেবে প্রদান করা হয়। দরিদ্র এতিম শিশুদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করাই ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টের মূখ্য উদ্দেশ্য। বেসরকারি এতিমখানায় ন্যূনতম ১০ জন এতিম অবস্থানকারী প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৫০% এতিমের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদানের সুযোগ রয়েছে।

৭.৭ শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত “Services for Children at Risk (SCAR)” শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটির কার্যক্রম সরকারের আবর্তক অনুদান খাতের অর্থায়নে ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের সুরক্ষার জন্য “শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র” নামে চলমান রয়েছে। এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিশুবান্ধব কার্যক্রম । গাজীপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরগুনা, কক্সবাজার, জামালপুর ও শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় স্থাপিত ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের সেবা প্রদান করে পরিবার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃএকীকরণ/পুনর্বাসন নিশ্চিত করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে ১০০ ছেলে শিশু ও ১০০ মেয়ে শিশুর পৃথক আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। এই কর্মসূচির সুবিধাভোগী শিশুরা হচ্ছে ০৬ থেকে অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের পথশিশু, শিশু শ্রমিক, কর্মজীবি শিশু, পিতামাতা বা অভিভাবকের স্নেহবঞ্চিত শিশু, গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশু, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু, পাচার থেকে উদ্ধারকৃত শিশু, বাল্যবিবাহ, দূর্ঘটনা ও নির্যাতনের শিকার শিশু এবং হারিয়ে যাওয়া শিশু। কেন্দ্রসমূহ ঝুঁকিতে থাকা সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষার জন্য চাহিদা অনুযায়ী দিবাকালীন যত্ন, রাত্রিকালীন যত্ন এবং সার্বক্ষণিক আশ্রয় ও যত্ন প্রদান করে থাকে। প্রদানকৃত প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ হল স্বাস্থ্যসেবা, আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, মনোসামাজিক সহায়তা, বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশুদের পরিবার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃএকীকরণ/পুনর্বাসন, ১৪ বছর বয়স উর্ধ্ব শিশুদের স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঝুঁকিহীন কাজে শিক্ষানবিস হিসেবে চাকুরিতে নিযুক্তি ইত্যাদি।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কার্যাবলিসমূহ:

- প্রতিটি কেন্দ্রের নিবাসি শিশুদের বছরে ০৪ (চার) সেট পোশাক, ০২ (দুই) সেট উৎসব পোশাক এবং শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়েছে।

- প্রতিটি কেন্দ্রে ১ জন প্যারামেডিক্সের মাধ্যমে কেন্দ্রসমূহের নিবাসি শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রয়োজনের ভিত্তিতে শিশুদের সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে । কৃমি সংক্রমণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়নোর প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।
- সক্ষমতার ভিত্তিতে কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশুদের আনুষ্ঠানিক/উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতাভুক্ত শিশুদের স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। অক্ষরজ্ঞানহীন বা শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া নিবাসি শিশুদের সক্ষমতার ভিত্তিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।
- শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের নিবাসি শিশুদের নিয়মিত ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। স্ব স্ব ধর্ম পালনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ধর্মীয় বিধিবিধান, আচার আচরণ ও অনুষ্ঠানাদি যথাযথ পালন করা হয়েছে।
- প্রতিমাসের নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত মেন্যু অনুযায়ী উন্নতমানের খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। বিভিন্ন দিবস সমূহে যেমন জাতীয় দিবস, ধর্মীয় উৎসব সমূহে বিশেষ উন্নতমানের খাবার সরবরাহ করা হয়েছে।
- সেবার আওতায় আসা শিশুদের Hands-off Skill প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । Hands-off Skill এ মূলতঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আবেগীয় ও মানসিক চাপে টিকে থাকা, কার্যকরী যোগাযোগ, সমঝোতা ইত্যাদি দক্ষতা অর্জন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়।
- নিবাসি শিশুদের Hands-on Skill এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সাধারণত ১৪ বছর উর্ধ্ব শিশুদেরকে আগ্রহ ও সক্ষমতার ভিত্তিতে স্থানীয় চাহিদা নিরূপণপূর্বক বিভিন্ন সরকারি/অসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে বিকল্প জীবিকায়নের উদ্দেশ্যে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণসমূহ অভ্যন্তরীণ ও বহি:স্থ এবং সাধারণত ৩ মাস, ৬ মাস ও ০১ বছর মেয়াদি হয়ে থাকে। সাধারাণত কম্পিউটার, বিউটিফিকেশন, টেইলারিং, ব্লক-বাটিক, পেইন্ট/আর্ট (ব্যানার/সাইনবোর্ড), জুতা বানানো, অটোমোবাইল, ইলেক্ট্রিক্যাল ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ঝুঁকিবিহীন কাজে শিক্ষানবিস হিসেবে চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়।
- যেহেতু বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার, স্নেহ-মমতা বঞ্চিত, ভীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন, সুরক্ষিত নয় এমন শিশুরা কেন্দ্রে ভর্তি হয় সাধারণত এসব শিশুদের আচরণ স্বাভাবিক থাকে না। তাই শিশুদের স্বাভাবিক করতে তাদের সামাজিক, মানসিক ও আবেগীয় উন্নয়নের জন্য নিয়মিত একক ও দলীয় কাউন্সিলিং করা হয়েছে।
- কেন্দ্রে একজন ফিজিক্যাল ইন্সট্রাকটরের সহায়তায় নিয়মিত খেলাধূলা, শরীর চর্চা করানো হয়েছে। নিয়মিত পিটি, জাতীয় সংগীত চর্চা, অভ্যন্তরীণ মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিবাসি শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ইনহাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষকে শিশুদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা গড়ে তোলার বিষয়ে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, লিফলেট বিতরণ, উঠান বৈঠক, আলোচনা অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের তথ্য পরিসংখ্যান:

- ১৩টি কেন্দ্রে মোট ১১৪০ জন শিশু নিবন্ধিত হয়েছে। এদের মধ্যে ৫৮৬ জন ছেলে শিশু ও ৫৫৪ জন মেয়ে শিশু।
- ১৩টি কেন্দ্রে মোট ১২৩১ জন শিশু পুনর্বাসিত হয়েছে। এদের মধ্যে ৬২৭ জন ছেলে শিশু ও ৬০৪ জন মেয়ে শিশু।

- ১৩টি কেন্দ্রে ৭১৩ জন শিশুকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৩৫০ জন ছেলে শিশু ও ৩৬৩ জন মেয়ে শিশু।
- ১৩টি কেন্দ্রে মোট ৭৯৩ জন শিশুকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৪৫১ জন ছেলে শিশু ও ৩৪২ জন মেয়ে শিশু।
- শিক্ষার সর্বস্তরে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ৩৬৩ জন মেয়ে শিশুকে আনুষ্ঠানিক ও ৩৪২ জন মেয়ে শিশুকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।
- পাবলিক পরীক্ষায় মোট ১২ জন শিশু অংশগ্রহণ করে এবং ১২ জন শিশুই উত্তীর্ণ হয়েছে। এদের মধ্যে ০৩ জন ছেলে শিশু ও ০৯ জন মেয়ে শিশু।
- ১৩টি কেন্দ্রে মোট ৪০৫ জন শিশুকে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৯৭ জন ছেলে শিশু ও ৩০৮ জন মেয়ে শিশু।

প্রশিক্ষণ শেষে ঝুঁকিবিহীন কাজে শিক্ষানবিস হিসেবে ১৩টি কেন্দ্রে মোট ১২ জন শিশুকে চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১০ জন ছেলে শিশু ও ০২ জন মেয়ে শিশু।

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের নিবাসি শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের নিবাসি শিশুদের Hands-on Skill প্রশিক্ষণ প্রদান

৭.৮ চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) প্রকল্প, ফেইজ-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং UNICEF Bangladesh এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় সমাজসেবা অধিদপ্তর এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের United Nations Development Assistance Framework (UNDAF)ভুক্ত ২৬টি জেলা, ১১টি সিটি কর্পোরেশন ও ২৫টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুদের প্রতি সহিংসতা, নির্যাতন ও অবহেলা হ্রাসের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং উহা

প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। এ কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্ত সুনির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ ও কারিগরী সহায়তার সংস্থান রাখা হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ: শর্তযুক্ত অর্থসহায়তা; চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮; সোস্যাল ওয়ার্কার, সমাজসেবা অফিসার, প্রবেশন অফিসার ও শিশু কল্যাণ বোর্ডের সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রশিক্ষণ; কেস ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের চাহিদা নিরুপণ ও তদানুযায়ী সেবা ও সহায়তা প্রদান; সফটওয়্যার তৈরি ও উন্নয়ন; প্রতিবন্ধীবান্ধব সেবার বিকাশ ঘটানো; প্রতিষ্ঠানের সেবামানের উন্নয়ন।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

- সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিকল্পণা বাস্তবায়নে সঠিকভাবে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদানে সক্ষম করে দক্ষ সমাজকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজকর্মী ও কর্মকর্তাদের পেশাগত সমাজসেবা প্রশিক্ষণ (PSST) প্রদানের কাজ চলমান আছে। এরই ধারাবহিকতায় ঢাকা ও খুলনা বিভাগের মোট ৬২ জনকে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, সমাজকর্মী ও প্রকল্পের সমাজকর্মীসহ মোট ৩০৪ জনকে ৩দিনব্যাপী কেস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, সমাজকর্মী ও প্রকল্পের সমাজকর্মীসহ মোট ১২৭ জনকে ২ দিনব্যাপী শিশু আইন ২০১৩ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- গত ৩১ মে ২০২৩ তারিখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল, ঢাকা এ ১ম জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড মিটিং আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় কমিটির সদস্যগণসহ মোট ৫০ জন উপস্থিত ছিল।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১১৫ টি শিশুকল্যাণ বোর্ড মিটিং আয়োজন করা হয়েছে।
- উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, শহর সমাজসেবা কার্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১৪২ টি মাসিক কেস কনফারেন্স সভার আয়োজন করা হয়েছে।
- বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় এর মাধ্যমে এ প্রকল্পের সহায়তায় ইউনিসেফ এর সহায়তায় সমাজকর্মী, ভলান্টিংয়ার, কমিউনিটির জনগণের মাঝে বিভিন্ন ধরণের মোট ১১১২০টি কিটবক্স বিতরণ করা হয়েছে।
- প্রতিবেদনাধীন সময়ে প্রকল্প এলাকায় মোট ৩০০ টি সমাজভিত্তিক শিশুসুরক্ষা কমিটি (সিবিসিপিসি) গঠন করা হয়েছে।
- চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সেবা সম্পর্কে সকলকে অবগত করার জন্য বিভিন্ন স্কুলে/ প্রতিষ্ঠানে ৯০৮টি ক্যাম্পেইন/ সভার আয়োজন করা হয়েছে।
- কোভিড পরিস্থিতিতে শিশুদের মানবিক চাহিদা পূরণকল্পে ৩টি কেন্দ্রের (কমলাপুর, গাবতলী ও সদরঘাট) মাধ্যমে কেন্দ্রে অবস্থানরত পথ শিশুদের তিনবেলা খাবার, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, আর্ট ও মিউজিক সেশনসহ তাদের নিয়মিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। অব্যাহতভাবে এসব সেবা প্রদান করা হচ্ছে ইতোমধ্যে ২৩২৬ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

“চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮”:

- ২৬৬৮ জন শিশুর বাল্যবিবাহ বন্ধে সহায়তা ও ৫২৩০ জন শিশুকে আইনী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। প্রদান করা হয়েছে।
- ৩৫৩৬ জন শিশুকে বিদ্যালয়ে পড়াশুনার ব্যাপারে স্কুল শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি ও অভিভাবকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে ।
- ১০০৩৪ জন শিশুর নির্যাতনের তথ্য পাওয়া গিয়াছে।
- ১১৪০৫০ জন শিশুকে শিশু সুরক্ষায় অন্যান্য তথ্য বিনিময়।
- ১৯৩১৯ জন শিশুকে বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সেবা গ্রহণের জন্য যোগযোগ করিয়ে দেয়া হয়েছে।
- ৭৪৩৭ জন শিশুকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- ৬৭৮৭২ জন শিশুকে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সম্পর্কে সচেতন, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ

৮.০ সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম

৮.১ সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র

ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে নিবাসীদের খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত ৬ (ছয়) টি সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এ কেন্দ্রগুলো **"ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন ২০১১"** এর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে।

- পুলিশ কর্তৃক ভবঘুরে গ্রেফতার/নিরাশ্রয় ব্যক্তির আবেদন;
- বিশেষ আদালতের ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ভবঘুরে/নিরাশ্রয় হিসেবে ঘোষণা বা মুক্তি;
- অভ্যর্থনা কেন্দ্রে ভবঘুরে/নিরাশ্রয় ব্যক্তি হিসেবে নাম রেজিষ্ট্রিকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর;
- ভবঘুরে ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদান;
- ভরণপোষণ, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান। শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষ সাধন;
- কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে মানসিক তার উন্নয়ন;
- স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- ভবঘুরে ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনকে খুঁজে বের করা;
- সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এবং ফলোআপ।

অর্জন (উদ্ভাবন, কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষতা, অর্জন ইত্যাদি)

- ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিবাসী ৬০৪ জন।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুন/২০২৩ পুনর্বাসন ১৬০৭ জন।
- শুরু থেকে জুন/২০২৩ পর্যন্ত পুনর্বাসন ৫৭,৫৬৩ জন।

৮.২ সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

- যৌনাচারে নিয়োজিত যাদের বয়স ১৮ বছরের উর্ধ্বে নয় তাদেরকে বিদ্যমান শিশু আইন, ২০১৩; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় (ব্যক্তি) পুনর্বাসন আইন, ২০১১ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান মোতাবেক বিভিন্ন যৌনপল্লী ও অন্যান্য স্থান থেকে উদ্ধার।
- উদ্ধারকৃত কিশোরী ও কন্যা শিশুর নাম নিবন্ধনপূর্বক ০৬ বিভাগে অবস্থিত ০৬টি সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা।
- উদ্ধারকৃতদের নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা প্রদান।
- নিবিড় কাউন্সেলিং ও মনিটরিং এর মাধ্যমে নিবাসীদের মানসিক উৎকর্ষ সাধন এবং অবৈধ যৌনাচারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি।
- অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন ও বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।

- কর্মসংস্থান, স্বকর্মসংস্থান, বিবাহ কিংবা প্রকৃত অভিভাবক, নিকট আত্মীয় অথবা অন্য কোন বৈধ অভিভাবকের নিকট হস্তান্তরের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক ও কেইস ওয়ার্কারের সুপারিশ এবং কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে তাদেরকে বৈধ অভিভাবকের হেফাজতে মুক্তি প্রদান।

অর্জন (উদ্ভাবন, কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষতা, অর্জন ইত্যাদি):

- ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নিবাসী ১,১৯৯ জন।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুন/২০২৩ পুনর্বাসন ৩৫ জন
- শুরু থেকে জুন/২০২৩ পর্যন্ত মোট পুনর্বাসন ১,৩৭৯ জন।

৮.৩ মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফহোম)

মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের বহুমুখী সমস্যার মধ্যে বিচারকালীন তাদের নিরাপদ হেফাজতে রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে জনগোষ্ঠীর এ অংশের জীবন প্রতিকূল ও বিচারকালীন ছাড়াও পারিবারিক সমস্যা, সামাজিক পরিস্থিতি ও নানাবিধ কারণে মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের জেল, হাজত বা নিরাপদ হেফাজতে থাকতে বাধ্য হতে হয়। জেল বা হাজতের বিরূপ পরিবেশের কারণে এদের অনেকেই শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ কেউ মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। সরকার বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এ অবস্থা নিরসনের জন্য সাধারণ জেলখানার বাইরে ভিন্ন পরিবেশে মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। সিলেট ও বরিশাল জেলায় ১ জুলাই, ২০০২ থেকে হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাতে (বাগেরহাট) হেফাজতিদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। মোট ৬টি কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৩০০। এ পর্যন্ত (জুন ২০২৩) পুনর্বাসনের সংখ্যা ১৩ হাজার ৭৪৮ জন।

সেবাসমূহ:

- নিরাপদ আশ্রয় প্রদান;
- বিনামূল্যে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদন;
- কেসওয়ার্ক এর মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও ব্যক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং তাদের মানসিক অবস্থার উন্নয়ন;
- নির্ধারিত শুনানীর দিনে নিবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিতপূর্বক কোর্ট এ হাজির করা এবং কোর্ট থেকে কেন্দ্রে ফেরত আনা;
- দক্ষ জনসম্পদে উন্নীত করার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ সম্ভাব্য আইনগত সহায়তা প্রদান করা;
- কেন্দ্রে অবস্থানরত মহিলা ও শিশু হেফাজতীদের মানবাধিকার সমুন্নত রাখা।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও উন্নয়ন

৯.০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও উন্নয়ন কর্মসূচি

৯.১ জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র

এ দেশের দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ প্রতিবন্ধী। এদের শিক্ষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ১৯৫৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান শিল্পমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক, সমাজসেবক, লেখক জনাব হেলেন কেলার- কে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। সেই থেকে বাংলাদেশে সমাজসেবার পথচলা। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৯৮৭ সালে শারীরিক, মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র শহীদ আসাদ গেইট, ঢাকার কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে নরওয়ের ৩ (তিন) টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (১) নরওয়েজিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অব দ্যা ব্লাইন্ড এন্ড পার্শ্বিয়ালী সাইটেড, (২) নরওয়েজিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অব দ্যা ডেফ ও (৩) নরওয়েজিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দ্যা মেন্টালী রিটার্ডেড এর আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সম্মুখসহ দক্ষিণ পশ্চিম কোণের জায়গার পরিবর্তে ঢাকার মিরপুরসহ-১৪ নম্বর সেকশনে ৬.০০ (ছয়) একর জমির উপর ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দক্ষিণ এশিয়ার মডেল ইনস্টিটিউট হিসেবে বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে।

এ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত "বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ" এবং এ কলেজের ল্যাবরেটরী স্কুল হিসাবে ৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১) বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় (২) বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এবং (৩) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এবং ১টি মাধ্যমিক (বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য)। বিদ্যালয় ৪টিতে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক ৭টি হোস্টেল ও বি.এস.এড কলেজের জন্য ১টিসহ মোট ৮টি হোস্টেল রয়েছে। প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের মোট ১৫৪ জন শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে ১২৮ জন প্রশিক্ষণার্থী পড়াশোনা করছে। এ কেন্দ্রের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর মোট পদ ৭৫ টি। এ পর্যন্ত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৪ হাজার ৭৮১ জন।

প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ শিক্ষক তৈরির লক্ষ্যেই এ কলেজের সূচনা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এ কলেজ ১ বছর মেয়াদি বি.এড সমমানের বি.এস.এড (ব্যচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন) ও এম.এস.এড (মাস্টার্স অব স্পেশাল এডুকেশন) কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। প্রতি শিক্ষাবর্ষের শুরুতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হয়। উক্ত কোর্সে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বিভাগে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৯.২ মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান

অন্যান্য শিশুদের ন্যায় মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার রউফাবাদে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৭৫। বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ১৮৭ জন এবং এ পর্যন্ত (জুন ২০২৩) পুনর্বাসিতের সংখ্যা ২১০৯ জন।

সেবাসমূহ :

- আবাসন, ভরণপোষণ ও চিকিৎসাসেবা; বিশেষ পদ্ধতিতে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা প্রদান;
- সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ফিজিওথেরাপি, সাইকোথেরাপি ও স্পিচথেরাপি প্রদান; এবং
- খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

৯.৩ সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

১৯৮১ সালে বরিশালে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ১টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, বরিশাল এর আসন সংখ্যা ১১০ জন। এ পর্যন্ত (জুন- ২০২৩) ৪৯৭ জন পুনর্বাসিত হয়েছে ।

সেবাসমূহ :

- সাধারণ শিক্ষা;
- আবাসিক ও অনাবাসিক সুবিধা;
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে ভরণ-পোষণ চিকিৎসাসেবা, খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন;
- ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা দান এবং বিনামূল্যে ব্রেইল পুস্তক সরবরাহ;
- সহায়ক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ; এবং
- পুনর্বাসন ।

৯.৪ সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

১৯৬৫ সালে ফরিদপুর ও সিলেটে ১টি করে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারি বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ঝিনাইদহ ও চাঁদপুর জেলায় শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য আরও সরকারি বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। বর্তমানে সারাদেশে ৪টি সরকারি বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এর আসন সংখ্যা ৪০০। প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরের বিদ্যালয়ে এস এস সি পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এ পর্যন্ত (জুন- ২০২৩) ১৫৬৮ জন পুনর্বাসিত হয়েছে ।

সেবাসমূহ :

- ইশারা ভাষা শিক্ষা;
- সাধারণ শিক্ষা;
- আবাসিক ও অনাবাসিক সুবিধা;
- আবাসিক ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে ভরণপোষণ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, চিকিৎসাসেবা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন; এবং
- পুনর্বাসন ।

৯.৫ পি,এইচ,টি, সেন্টার

দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের জন্য ১৯৬২ সালে পি,এইচ,টি,সেন্টার (Physicaly Handicapped Training Centre) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি সেন্টারে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টিসহ মোট ২টি বিদ্যালয় রয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে পরিচালিত ৪টি পি,এইচ,টি,সেন্টার এর আসন সংখ্যা ৫৮০টি। প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরের বিদ্যালয়ে এস এস সি পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এ পর্যন্ত (জুন- ২০২৩) ৪ হাজার ৯৪০ জন পুনর্বাসিত হয়েছে ।

সেবাসমূহ :

- ইশারা ভাষা শিক্ষা;
- সাধারণ শিক্ষা;
- আবাসিক ও অনাবাসিক সুবিধা;
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে ভরণপোষণ চিকিৎসা সেবা, খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন;
- ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা দান এবং বিনামূল্যে ব্রেইল পুস্তক সরবরাহ;
- সহায়ক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ; এবং
- পুনর্বাসন ।

৯.৬ সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম

১৯৭৪ সনে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় । দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ, তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির পরিবর্তে স্থানীয় বিদ্যালয়ে চক্ষুষ্মান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পড়াশুনা এবং নিজস্ব পরিবেশ ও অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলাফেরা করতে পারা, সর্বোপরি তাদেরকে মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করার (Inclusion) উদ্দেশ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর ৬৪টি জেলায় ৬৪টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিটিতে ১০টি আসন এবং মোট অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৬৪০টি। এ পর্যন্ত (জুন- ২০২৩) ১ হাজার ৫৬৩ জন পুনর্বাসিত হয়েছে । সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এসএসসি পর্যন্ত অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।

সেবাসমূহ :

- সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান (Inclusive Education);
- ব্রেইল পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান;
- বিনামূল্যে ব্রেইল বই ও অন্যান্য সহায়ক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ;
- আবাসিক ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে ভরণপোষণ চিকিৎসাসেবা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন; এবং
- পুনর্বাসন ।

৯.৭ জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসন কেন্দ্র (টি,আর,সি,বি)

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সনে ইআরসিপিএইচ এর অভ্যন্তরে এ কেন্দ্রটি চালু করা হয়। আবাসিক সুবিধাসম্পন্ন এ প্রতিষ্ঠানে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন ট্রেড'এ কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৫০টি। বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ২৪ জন। এ পর্যন্ত (জুন- ২০২৩) পুনর্বাসিতের সংখ্যা ৮২২ জন।

সেবার বিবরণঃ

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আবাসন, ভরণপোষণ ও চিকিৎসাসেবা প্রদান;
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাঁশ, বেত, হাঁস-মুরগি প্রতিপালন এবং চলাচলের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান;
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা; এবং
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

৯.৮ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ)

১৯৭৮ সনে বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে বিভিন্ন ধরনের কারিগরী প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে কেন্দ্রটি চালু করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৮৫, বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ৭০ জন । এ পর্যন্ত পুনর্বাসিতের সংখ্যা ৪ হাজার ২৬০ জন।

সেবাসমূহ :

- আবাসন, ভরণপোষণ, চিকিৎসাসেবা খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ধরন উপযোগী স্বল্পমেয়াদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রশিক্ষণ :
- প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন; পদ খালি সাপেক্ষে কেন্দ্রে চাকরি প্রদান; এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা।

৯.৯ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রামীণ পুনর্বাসন উপকেন্দ্র

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রামীণ পুনর্বাসন উপকেন্দ্র প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৩০ এবং এ পর্যন্ত পুনর্বাসিতের সংখ্যা ৩৩৯। বাক-শ্রবণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রকার কারিগরী প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটে ১৯৭৮ সন থেকে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রামীণ পুনর্বাসন উপকেন্দ্র নামে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৩০। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ আছে।

৯.১০ ব্রেইল প্রেস

১৯৬৯ সালে ঢাকার আসাদ গেটে স্থাপিত হস্তচালিত ব্রেইল প্রেসটিকে ১৯৮২ সালে ইআরসিপিএইচ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে, স্টেশন রোড, টঙ্গী, গাজীপুর এ পুনঃস্থাপন কর হয়। পুরাতন এই ব্রেইল প্রেসটিকে শুধুমাত্র ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত টেক্সট বই ব্রেইল পদ্ধতিতে মুদ্রণ করে দেশের ৫টি সরকারী প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে সরবরাহ করে আসছিল। পরবর্তী পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকসহ অন্যান্য বই ব্রেইল পদ্ধতিতে মুদ্রনের জন্য ১টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আধুনিক কম্পিউটারাইজড ব্রেইল প্রেস স্থাপন করা হয়। এই প্রেস হতে সরকার বিনামূল্যে বিভিন্ন সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম, সরকারী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে ব্রেইল বই সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এ প্রেসের মাধ্যমে জুন/২০২৩ পর্যন্ত ৩০৫৩১ সংখ্যক ব্রেইল বই বিভিন্ন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে এবং ২০০০ সংখ্যক ব্রেইল ক্যালেন্ডার মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয় বাংলাদেশে সরকারী পর্যায়ে এই একটি মাত্র ব্রেইল প্রেস হতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের লেখাপড়ার ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহ করা হয়।

৯.১১ কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র

(ইআরসিপিএইচ) টঙ্গী, গাজীপুরের অভ্যন্তরে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। এ কেন্দ্রে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কৃত্রিম পা, ক্র্যাচ, ব্রেইল স্টিক এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের শ্রবণশক্তি পরিমাপসহ হিয়ারিং এইড ও ইয়ার মোল্ড তৈরি হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তরের বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহের গ্রুপ হিয়ারিং এইড শ্রেণি কক্ষে প্রয়োজনীয় সার্ভিস ও মেরামত সুবিধা এ কেন্দ্র থেকে প্রদান করা হয়। উৎপাদিত কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে/হ্রাসমূল্যে সরবরাহ করা হয়। এ পর্যন্ত (জুন-২০২৩) উপকৃতের সংখ্যা ৩০৫০০ জন।

৯.১২ এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:

সমাজসেবা অধিদপ্তর সারাদেশের প্রতিবন্ধীদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। প্রতিবন্ধীরা যুগোপযোগী কারিগরী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের সুযোগ পেলে তারা সমাজ বা পরিবারের বোঝা ও করুণার পাত্র না হয়ে নিজেরাই স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের আধুনিক কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করে চাকুরী ও স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে দেশের শিবচর, মাদারীপুর এবং দাউদকান্দি, কুমিল্লা প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য ০২ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে আসন সংখ্যা ১০০ জন ।

সেবার বিবরণঃ

- বিশেষ পদ্ধতিতে মানসিক প্রতিবন্ধীদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ফিজিওথেরাপী, স্পীচথেরাপী ও সাইকোথেরাপী প্রদান;
- শিশুদের আবাসন, ভরণপোষণ ও চিকিৎসা সেবা; এবং
- খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শিবগঞ্জ, বগুড়া- এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

১০.০ গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ কার্যক্রম:

সমাজসেবা অধিদপ্তর দেশের সামাজিক সমস্যাগ্রস্ত অনগ্রসর ও অসহায়, দুস্থ, দরিদ্র, বয়স্ক, বিপন্ন শিশুদের পাশাপাশি পিতৃ-মাতৃহীন শিশু ও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও অধিকার সুরক্ষামূলক বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। দেশব্যাপী এসব কর্মসূচির বহুল প্রচার, মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি মূল্যায়ন এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক স্থাপন, তথ্যপ্রবাহ ও জনসংযোগ সাধনে গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই শাখা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-বিভাগ কর্তৃক চাহিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ ছাড়াও মুখপত্র মাসিক সমাজকল্যাণ বার্তা ও কার্যক্রমভিত্তিক পোস্টার, লিফলেট, ফেস্টুন ও ব্রুশিয়র প্রকাশ এবং জাতীয় ও দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান করে থাকে। এছাড়া কার্যক্রম পরিচিতি, বাস্তবায়ন নীতিমালা, আইন-বিধি সংক্রান্ত গ্রন্থ মুদ্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

১০.১ বিভিন্ন দিবস উদযাপন:

- ১৫ আগস্ট ২০২২ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
- ০১ অক্টোবর ৩২তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস-২০২২ ‘Resilience of Older Persons in a Changing World’ ‘পরিবর্তিত বিশ্বে প্রবীণ ব্যক্তির সহনশীলতা’, প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে। দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। দিবস উপলক্ষে পোষ্টার এবং লিফলেট মুদ্রণপূর্বক সমাজসেবা অধিদপ্তরের সকল ইউনিটসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১৮ অক্টোবর ২০২২ “শেখ রাসেল দিবস” যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। দিবস উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তরের “মধুমতি মিলনায়তন” (নীচ তলা) আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত আবাসিক প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নতমানের খাবার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

- ২ জানুয়ারি জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৩ ও জাতীয় মানবকল্যাণ পদক প্রদান উদযাপন উপলক্ষে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়, দেশ গড়বো সমাজসেবায় প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ০২ জানুয়ারি ২০২৩ মধুমতি মিলনায়তন, সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকায় জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৩ ও জাতীয় মানবকল্যাণ পদক প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- ২ জানুয়ারি জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৩ ও জাতীয় মানবকল্যাণ পদক প্রদান অনুষ্ঠানে ০৮ জন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় মানবকল্যাণ পদক প্রদান করা হয়।
- ২ জানুয়ারি জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৩ ও জাতীয় মানবকল্যাণ পদক প্রদান উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও লিফলেট ও পোস্টার মুদ্রণপূর্বক সমাজসেবা অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রাঙ্গনে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিবস উপলক্ষে ১০৩টি বেলুন ওড়ানো, সরকারি শিশু পরিবাবের নিবাসীদের নিয়ে ১০৩ পাউন্ড ওজনের কেক কাটা এবং শিশুদের জন্য চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

১০.২ অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, সচেতনতা তৈরি, প্রচার ও প্রকাশনা

- সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমসহ জাতীয় অর্জনসমূহ ব্যাপক প্রচারের নিমিত্ত সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম ও কর্মসূচি সম্পর্কে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রতিদিন সকাল ০৭:৩০ মিনিটে “সমাজ দর্পন” নামক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্বলিত লিফলেট, ব্রোশিওর, পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ।
- G2P পদ্ধতিতে ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে ভাতাভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দেশব্যাপি মাইকিং ও অন্যান্য মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা করা হয়েছে।
- ইউটিউবে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সরকারি সেবা কার্যক্রমের ভিডিও আপলোড।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রমের প্রচার-প্রচারণা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় টিভি স্ক্রলসহ টেলিভিশন, বেতারে প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে অবহিতকরণ করা হয়।
- সমাজসেবা অধিদপ্তর এর নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.dss.gov.bd) এ নিয়মিত তথ্য হালনাগাদকরণ ইত্যাদি।

১১.০ সমাজসেবায় ইনোভেশন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৩ সনে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের আলোকে সমাজসেবা অধিদফতরে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৫ সনে জারিকৃত উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০১৫ এর আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের ‘উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে প্রণয়ন করছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ০৭ টিসহ এ পর্যন্ত ৬৯ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের ৬৯ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

ক্রম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম
১	ওয়ান ইউসিডি ওয়ান নিউ ট্রেড
২	e-Learning and Training Management System
৩	বেসরকারি ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট এবং কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
৪	“ফেরা” (হারিয়ে যাওয়া মানুষের আপন ঠিকানায় ফিরে আসা)
৫	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্যাদির ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা সিস্টেম
৬	র‍্যাপিড কন্টাক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
৭	ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তার জন্য অনলাইন আবেদন
৮	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ই-লানিং সেন্টার
৯	অ্যাপ: MyDSS (Contact Management System)
১০	স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ সহজিকরণে Volunteers Organization Management System and Mobile Apps
১১	উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের সেবা সহজিকরণ এবং সহায়তা প্রদান
১২	শহর সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তি সহজিকরণ এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান
১৩	ভাতা কার্যক্রমের ই-পেমেন্ট
১৪	সরকারি শিশু পরিবারে নিবাসীদের শিক্ষা কার্যক্রমে কোচিং সাইকেল
১৫	সরকারি শিশু পরিবারের নিবাসীদের অভিভাবক পরিচয়পত্র প্রদান
১৬	পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের হিসাব সহজীকরণ “ম্যাজিক ব্যালেন্স”
১৭	‘যাকাত ও অনুদান সংগ্রহ মেলা’ (হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের দু:স্থ, অসহায় রোগীদের কল্যাণে)
১৮	প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সমূহের নিবাসী দিবস ও অভিভাবকের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং
১৯	“প্রজন্ম বাঁচাই” শিশু সুরক্ষা একটি সামাজিক আন্দোলন
২০	টোল ফ্রি চাইল্ড হেল্প লাইন ১০৯৮
২১	ডিজিটাল আইডিসহ এটেনডেন্ট সিস্টেম
২২	চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
২৩	মাইক্রোক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
২৪	Disability Information System (DIS)
২৫	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের স্বাবলম্বীকরণ
২৬	শিশু আইন ২০১৩ এর আওতায় বিকল্প ব্যবস্থাসমূহের সহজ বাস্তবায়ন
২৭	নিরাপদ মাতৃত্ব
২৮	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিং
২৯	ভাতা কার্যক্রমের সুবিধাভোগীদের ‘হেলথ কার্ড’ এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবায় অগ্রাধিকার প্রদান
৩০	শিশুর মনোসামাজিক উন্নয়নে ‘প্রদীপ পাঠদান’
৩১	ভিডিও টিউটোরিয়াল ব্যবহার করে শিক্ষা প্রদান সহজিকরণ
৩২	মাতৃছায়া সেবা সহায়তা কার্যক্রম

ক্রম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম
৩৩	সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় সকল ভাতার লেমিনেটিং বই বিতরণ
৩৪	সরকারি শিশু পরিবারের ‘মেধা লালন’
৩৫	আলোকিত শিশু
৩৬	স্বপ্ন পূরণ বক্স
৩৭	ব্রেইল এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের কক্ষ নির্দেশিকা এবং নেইম প্লেট
৩৮	প্রবেশন অ্যাপ: সুরক্ষা
৩৯	প্রবীণ ভাতাভোগীর বই রিপ্লেস: শ্রদ্ধা
৪০	শিশু পরিবারে অনলাইন ভর্তি কার্যক্রম
৪১	ডিএসএস ই-লাইব্রেরি
৪২	সংকল্প: দেখবো এবার জগৎটাকে
৪৩	“স্বয়ংক্রিয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম”
৪৪	প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি সহজিকরণ “সুবর্ণ নাগরিক”
৪৫	“অনলাইন নিবাসী ব্যবস্থাপনা”
৪৬	সরকারি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে ভর্তি সহজিকরণ ‘স্বপ্ন বুনন’
৪৭	ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট মঞ্জুরী সহজিকরণ “প্রতিপালন”
৪৮	ছোটমনি নিবাসের শিশুদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ সহজিকরণ “আপন পরিবার”
৪৯	নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবক পরিচয়পত্র প্রদান “স্বেচ্ছাসেবক”
৫০	বয়স্ক এবং অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম উপকারভোগীদের অগ্রাধিকারভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিমিত্ত “হেলথ কার্ড”
৫১	অভ্যন্তরীণ সেবা গুদাম, যন্ত্রপাতি এবং যানবাহন সেবা সহজিকরণ “ইনভেন্টরি এন্ড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম”
৫২	প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস সহজিকরণ
৫৩	বয়স্কভাতাভোগীদের স্বাস্থ্য সেবাকে দ্রুত ও সহজিকরণ করার উদ্দেশ্যে “হেলথ কার্ড” প্রদান
৫৪	সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কার্যক্রম মনিটরিং
৫৫	“স্বপ্নচারীদের পাঠশালা” শিক্ষা সহায়তা একটি প্লাটফর্ম
৫৬	‘মমতার ডাক’
৫৭	‘স্বপ্ননীড়’
৫৮	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সেবাকর্ণার ‘আপনজন’
৫৯	অনলাইন সম্পদ ব্যবস্থাপনা
৬০	ভিডিও টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান সহজীকরণ
৬১	মাতৃছায়া সেবা সহায়তা কার্যক্রম
৬২	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা সহজিকরণ
৬৩	রেজিষ্টার ও স্বয়ংক্রিয় রিপোর্ট সিস্টেম
৬৪	সেবাগ্রহীতার স্বংয়ক্রিয় দিকনির্দেশনা

ক্রম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম
৬৫	নির্দেশিকা ফলক (ব্রেইলসহ)
৬৬	শিশু পরিবারভিত্তিক শিক্ষা প্রকল্প
৬৭	শিশু পরিবারভিত্তিক শিশু কল্যাণ ও পুনর্বাসন সমিতি
৬৮	শিশুদের জন্য ভার্চুয়াল গিফট এবং
৬৯	কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে বিদ্যালয় সমাজকর্ম প্রবর্তন

১২.০ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প

সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন ৪০টি প্রকল্পের মধ্যে ০২টি নতুন অনুমোদিত। ৪০টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে ৭৪৯ কোটি ১৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং আরএডিপি'তে বরাদ্দ ছিল ৬৪৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ০৭টি প্রকল্পের অনুকূলে ৩০৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন ৩০টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩৫০ কোটি ৫৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা, যার মধ্যে জিওবি অংশ ২৪৫ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা এবং বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থা অংশ ১০৪ কোটি ৭৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ০৩টি প্রকল্পের অনুকূলে মোটি ৯৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি ৭ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ৮৫ কোটি ২২ লক্ষ টাকার বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত মোট বাজেটের বিপরীতে ৫৬৪ কোটি ৭২ লক্ষ ১২ হাজার ৪ শত টাকা ব্যয় হয়েছে এবং আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ৫২০ কোটি ২৮ লক্ষ ৮০ হাজার ৪ শত টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৮১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৫%। সরকারি ব্যয়ে কৃচ্ছ্রসাধনের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ কর্তৃক স্মারক নম্বর: ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০১.২০০৯-৪০২, তারিখ: ১২/০৩/২০২৩ খ্রি. যোগে জারিকৃত পরিপত্র অনুসারে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অর্থ ছাড় স্থগিত থাকায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের আর্থিক অগ্রগতি মোট আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী কম হয়েছে।

১২.১ ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়াধীন প্রকল্প (৪০টি):

ক) সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প: (০৭টি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের ব্যয়
১.	বাংলাদেশ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭- ডিসেম্বর, ২০২২)	১০৬.০০	৭৭.৭৩
২.	এস্টাবলিশমেন্ট অব স্যোসাল সার্ভিসেস কমপ্লেক্স ইন ৬৪ ডিসট্রিক্ট (১ম পর্যায়, ২২টি জেলায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৭- জুন ২০২৩)	৮৮৬০.০০	৭৪০৬.১৪
৩.	সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমণি নিবাস নির্মাণ/পুন:নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২৪)	৪৫০০.০০	৪৩৮৩.২৯
৪.	দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ, কোনাবাড়ি,	৫৮৬০.০০	৪৯৬৪.১৫

	গাজীপুর (জুলাই, ২০১৯ - জুন, ২০২৩) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর ২০২৪)		
৫.	০৮টি সরকারি শিশু পরিবারে ২৫ শয্যাবিশিষ্ট শান্তি নিবাস স্থাপন (জুলাই, ২০২০ - জুন, ২০২৩) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর ২০২৩)	৬৬২৯.০০	৬১৮২.৯১
৬.	নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ ও প্রযুক্তিগত মনিটরিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের সুরক্ষা ও নিবিড় তত্ত্বাবধান (জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩)	৪৫৯৫.০০	৩৭১৭.১৬
৭.	উন্নয়নের মহাসড়কে জয়রথে বিজয়ের জয়ধ্বনি (এপ্রিল ২০২২ হতে মার্চ ২০২৪)	০.০০	০.০০
	মোট=	৩০৫৫০.০০	২৬৭৩১.৩৮

খ) সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রকল্প: (৩০টি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০২২-২৩ অর্থবছরের ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রত্যাশী সংস্থা	মোট	জিওবি	প্রত্যাশী সংস্থা
১.	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাগপুরে ফজলুল হক প্রবীণ নিবাস (থেরাপী সেন্টারসহ) এবং অনগ্রসর কিশোর-কিশোরীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	৪২৫.৫৯৮	৩৩৬.০০	৮৯.০৯	৪২২.৮১	৩৩২.৭২	৮৯.০৯
২.	করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৪)	১৫১০.৯২	১১৫৪.০০	৩৫৬.৯২	৭৫০.০০	৭৫০.০০	-
৩.	সুনামগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই ২০১৮- জুন ২০২৩) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর ২০২৪)	৭৮৮.৮০	৬৪৩.০০	১৪৫.৮০	৪০৩.২৭৬	৪০১.৫১৬	১.৭৬
৪.	মাদারীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (ডিসেম্বর ২০১৮ হতে নভেম্বর ২০২৩)	৭৫১.১৬	৫০০.০০	২৫১.১৬	২৮৯.৯০	২৭৫.০০	১৪.৯০
৫.	দু:স্থ, বিধবা, বেকার, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে টেকসই প্রশিক্ষণ (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	১০৩৫.৮০২	৮৬৭.০০	১৬৮.০২	১০২৭.৯৭২	৮৫৯.১৭	১৬৮.৮০২
৬.	কুমিল্লা ১০০ শয্যা বিশিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন (১ম সংশোধিত) (জুলাই ১৭ - জুন ২০২৩) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৪)	৫৭২.৯৮	৫০০.০০	৩৭২.৯৮	৬০০.০০	৫০০.০০	১০০.০০
৭.	কুমিল্লা জেলার ৬টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম (২য় পর্যায়) (অক্টোবর/২০১৮- জুন/২০২১) (মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন)	১৭০.৩৩	১.০০	১৬৯.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০
৮.	ঢাকা শিশু হাসাপাতালে এ্যাডভন্সড শিশু সার্জারী এন্ড স্টেম সেল থেরাপি ইউনিট স্থাপন (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩)	১১৫১.৮৭	২৭৬.০০	৮৭৫.৮৭	৫০৮.৪৯	১৪৬.৩৫	৩৬২.১৪
৯.	এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল হার্ট	২৩৩৬.৫১১	১০৫৩.০০	১২৮৩.৫১১	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০২২-২৩ অর্থবছরের ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রত্যাশী সংস্থা	মোট	জিওবি	প্রত্যাশী সংস্থা
	ফাউন্ডেশন হসপিটাল, রাজশাহী (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর ২০২৩)						
১০.	এস্টাবলিশমেন্ট অব হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৪)	৮৫০.০০	৫০০.০০	৩৫০.০০	৩৮৬.৯৬	৩৩১.০০	৫৫.৯৬
১১.	মোহনগঞ্জ সমাজকল্যাণ বালিকা এতিমখানা নির্মাণ (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৩)	৫০৮.৮৩	৪০৫.০০	১০৩.৮৩	৩০২.৭৮	২৯২.৩৮	১০.৪০
১২.	আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৩) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৪)	১৩৪৪.১২	৮৯৯.০০	৪৪৫.১২	৫৫৬.১৭	৫৫৪.০০	২.১৭
১৩.	ছেতারা ছফিউল্লাহ কিডনী ও প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্র স্থাপন (নভেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২৩) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৪)	৮২৪.৮৬	৭৭৩.০০	৫১.৮৬	৩৪১.৭৭	৩০৩.৯৬	৩৭.৮১
১৪.	প্রত্যয়ঃ যুব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধি (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪)	১৩০০.০০	১০০০.০০	৩০০.০০	১০৮৭.৪১	৮৪৭.৭০	২৩৯.৭১
১৫.	প্রফুল্ল প্রতিভা প্রবীণ নিবাস, এতিমখানা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য কেন্দ্র, মাগুরা (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	১৬৯৫.৯৭	১৬১০.০০	৮৫.৯৭	৭৬৭৮.৭৯৯	১৫৯৬.০৭৯	৮৫.৭২
১৬.	প্রতিবন্ধী, বিধবা ও দুঃস্থদের কল্যাণে শামসুদ্দিন গোলেজান ট্রেনিং কমপ্লেক্স এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	১৬৭১.০৪	১৫৯৪.০০	৭৭.০৪	১৬২১.৬৯২	১৫৪৪.৬৫২	৭৭.০৪
১৭.	কিডনী হাসপাতাল স্থাপন, সিলেট (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৪)	১১২০.০০	৬০০.০০	৫২০.০০	৭৮৮.২৬	৫০৯.৯৯	২৭৮.২৭
১৮.	গাজীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৪)	৭০৮.৭১	৩০০.০০	৪০৮.৭১	২৩২.৫০	২৩২.৫০	০.০০
১৯.	টেকসই গ্রীন হাউজ প্রযুক্তি ব্যবহার ও উন্নত কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে করোনা অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রশমন (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	৩৯৯১.৭০	৩১৭৮.০০	৮১৩.৭০	৩৯৬২.৬৯৩	৩১৪৮.৯৯৩	৮১৩.৭০
২০.	চরফ্যাশন উপজেলায় বাংলাদেশ দারিদ্র বিমোচন সংস্থা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৪)	৮৭৩.৬৭	৫০০.০০	৩৭৩.৬৭	৬৭.৮৭৭	৫৬.৩৭৭	১১.৫০

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০২২-২৩ অর্থবছরের ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রত্যাশী সংস্থা	মোট	জিওবি	প্রত্যাশী সংস্থা
২১.	খান বাড়ী কমিউনিটি হাসপাতাল, পাঁচখোলা, মাদারীপুর স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩)	১৯৬৬.০০	১৮৬৬.০০	১০০.০০	১৯৩০.২৮	১৮৩৮.২২	৯২.০৬
২২.	ইনক্লুসিভ আই কেয়ার ফ্যাসিলিটিস হাসপাতাল স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	১৭৩৭.৮৭	৯৯৯.০০	৭৩৮.৮৭	১৬৬৫.৩৪৯	৯৫৮.৪৮৪	৭০৬.৮৬৫
২৩.	ছিন্নমূল, অনগ্রসর, এতিম ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	৯২৯.২৬	৭৩২.০০	১৯৭.২৬	৯১৯.৩৮	৭২৬.০৬	১৯৩.৩২
২৪.	দুস্থ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন (জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩)	১৮৮৩.০০	১৩৮৩.০০	৫০০.০০	১০৭৯.৫৯	৭১৬.৭০	৪৬১.৭৪
২৫.	পটুয়াখালী জেলার অসহায়, দুস্থ ও করোনাকালীন ক্ষতিগ্রস্থ বেকার যুব ও যুব মহিলাদের বিবিধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর ২০২৩)	১০৪৭.৭৮৫	১৪১৬.০০	৩৫১.৭৮৫	১৬১০.৪৫৮	১২৫৮.৬৭৩	৩১৫.৭৫৮
২৬.	আর্সেনিকোসিস রোগীদের সচেতনতা সৃষ্টি এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	৫০০.০০	২৯২.০০	২০৮.০০	৪৮৯.৫০২	২৮৪.০৫২	২০৫.৪৫
২৭.	অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মোবাইল সার্ভিসিং, ড্রাইভিং, টিভি-ফ্রিজ মেরামত এবং দর্জি বিজ্ঞান ও এমব্রয়ডারি প্রশিক্ষণ (জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩)	৩০০.০০	২০০.০০	১০০.০০	২৭১.০৯৬	২২৫.১২৮	৪৫.৯৬৮
২৮.	গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া, টুঙ্গীপাড়া ও মকসুদপুর উপজেলার দুঃস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয়-উপার্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন (অক্টোরব ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২৩)	৭৫০.০০	৫০০.০০	২৫০.০০	২৮৫.২৩	১২০.৯৮	৪৪.২৫
২৯.	জামালপুর জেলার ইসলামপুর, মিলান্দহ ও বকশীগঞ্জ উপজেলার দুঃস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (অক্টোরব ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২৩)	৭০০.০০	৫০০.০০	২০০.০০	৩৪৪.৬০	২৪৯.৮৪	৯৪.৭৬
৩০.	১০০ শয্যা বিশিষ্ট ন্যাশনাল হার্ট	৯৬৬.০০	২.০০	৯৬৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০২২-২৩ অর্থবছরের ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রত্যাশী সংস্থা	মোট	জিওবি	প্রত্যাশী সংস্থা
	ফাউন্ডেশন হসপিটাল, জামালপুর স্থাপন (জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৪)						
মোট=		৩৫০৫৪.৭০২	২৪৫৭৯.০০	১০৪৭৫.৭০২	২৩৬২০.৮৪৪	১৯১৭৭.৫২৪	৪৪৪৩.৩২

গ) বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট বাস্তবায়িত প্রকল্প: (০৩টি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০২২-২৩ অর্থবছরের ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১.	চাইল্ড সেনসিটিভ স্যোসাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) ফেইজ-২ (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭- ডিসেম্বর, ২০২৪)	৩৫৩০.০০	৭৩০.০০	২৮০০.০০	২১৩৩.৯১	২০.৪৫	২১১৩.৪১
২.	Cash Transfar Modernization (CTM) (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২৩) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৫)	৩৭৮৬.০০	৬৩.০০	৩৭২২.০০	১৯৮৫.৯৯	৩৯.৬৭	১৯৪৬.৩২
৩.	Urban Management of Internal Migration due to Climate Change Project (UMIMCC), Phase-II (জানুয়ারি ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২২) (প্রস্তাবিত সেপ্টেম্বর ২০২৩)	২০০০.০০	-	২০০০.০০	২০০০.০০	-	২০০০.০০
মোট=		৯৩১৫.০০	৭৯৩.০০	৮৫২২.০০	৬১১৯.৯০	৬০.১৭	৬০৫৯.৭৩

১২.২ ২০২১-২২ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থায়নকৃত (PPNB ছকে) চলমান কর্মসূচি: (০১টি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের ব্যয়	কর্মসূচির শুরু থেকে জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
১.	বেড়া ডায়াবেটিক সমিতি (বেডাস) ভবন নির্মাণ (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৪)	৯৮৬.৫০	৫৮০.০০	৫৮০.০০	৬৮১.১৮৮

১২.৩ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প: (১২টি)

নং	সমাপ্ত প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়
১.	বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)	(জুলাই/২০১৭-ডিসেম্বর/২০২২)	মোট : ৭০৮৪.২২ জিওবি: ৭০৮৪.২২
২.	৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ২২ জেলা) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	(জুলাই/২০১৭-জুন/২০২৩)	মোট : ৩৬৬৩৪.৫১ জিওবি: ৩৬৬৩৪.৫১
৩.	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরে ফজলুল হক প্রবীণ নিবাস (থেরাপী সেন্টারসহ) এবং অনগ্রসর কিশোর-কিশরীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ (১ম	(জানুয়ারি/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	মোট : ২৮৩৪.৭৮ জিওবি: ২১৭৮.৩৮ সংস্থা : ৬৫৬.৪০
৪.	মোহনগঞ্জ সমাজকল্যাণ বালিকা এতিমখানা নির্মাণ	(জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৩)	মোট : ৬৩৩.০৪ জিওবি: ৫০৫.৪৫ সংস্থা : ১২৭.৫৯
৫.	দু:স্থ, বিধবা, বেকার, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে টেকসই প্রশিক্ষণ	(জানুয়ারি ২০২১- জুন ২০২৩)	মোট : ২৪৬৮.১৮ জিওবি: ১৯৭৪.৫৪ সংস্থা : ৪৯৩.৬৪
৬.	প্রতিবন্ধী, বিধবা ও দুঃস্থদের কল্যাণে শামসুদ্দিন গোলেজান ট্রেনিং কমপ্লেক্স এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন	(জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	মোট : ২৭৭৬.৬১ জিওবি: ১৯৯৯.৫৭ সংস্থা : ৭৭৭.০৪
৭.	ইনক্লুসিভ আই কেয়ার ফ্যাসিলিটিস হাসপাতাল স্থাপন	(জানুয়ারি/২০২১- জুন/২০২৩)	মোট : ২৪৬২.০০ জিওবি: ১৪৯৮.০০ সংস্থা : ৯৬৪.০০
৮.	টেকসই গ্রীণহাউজ প্রযুক্তি ব্যবহার ও উন্নত কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে করোনা অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রশমন (১ম সংশোধিত)	(জানুয়ারি ২০২১ - জুন ২০২৩)	মোট : ৪৯২০.৯৮ জিওবি: ৩৯৩৬.৯৮ সংস্থা : ৯৮৪.০০
৯.	ছিন্নমুল, অনগ্রসর, এতিম ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান	(জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	মোট : ২১৭৬.৬২ জিওবি: ১৭৩৯.১০ সংস্থা : ৪৩৭.৫২
১০.	প্রফুল্ল প্রতিভা প্রবীণ নিবাস, এতিমখানা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য কেন্দ্র, মাগুরা	(জুলাই/২০২০- জুন/২০২৩)	মোট : ২৮১৯.৭৮ জিওবি: ২২৫৫.৫৩ সংস্থা : ৫৬৪.২৫
১১.	ঢাকা শিশু হাসপাতাল কর্তৃক এ্যাডভান্সড শিশু স্টেম সেল থেরাপী ইউনিট স্থাপন	(জুলাই ২০১৮- জুন ২০২৩)	মোট : ২৪৪৯.০০ জিওবি: ১৪৭০.০০ সংস্থা : ৯৭৯.০০
১২.	আর্সেনিকোসিস রোগীদের সচেতনতা সৃষ্টি এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা (১ম সংশোধিত)	(জুলাই, ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	মোট : ১১১৫.০০ জিওবি: ৮৯২.০০ সংস্থা : ২২৩.০০

১২.৪ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প: (০২টি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য/ সংস্থা
১	২	৩	৪	৫
১.	উন্নয়নের মহাসড়কে জয়রথে বিজয়ের জয়ধ্বনি (এপ্রিল ২০২২ হতে মার্চ ২০২৪)	১১৯৮.০৪	১১৯৮.০৪	-
২.	১০০ শয্যা বিশিষ্ট ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, জামালপুর স্থাপন (জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৪)	৪৯৯২.৬৬	৩৮৭০.৯০	১১২১.৭৬

১৩.০ তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং ই-সেবা বিষয়ক অগ্রগতি

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য ভান্ডার (Disability Information System) : ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে Disability Information System অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য সন্নিবেশের কাজ চলমান রয়েছে।
- Management Information System (MIS): সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়েববেজ্ড Management Information System (MIS) এ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় সুবিধাভোগী ব্যক্তির তথ্য সন্নিবেশের কাজ চলমান রয়েছে।
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্লাটফর্ম সফটওয়্যার এর মাধ্যমে অনলাইনে নাগরিকদের সেবা প্রদানের নিমিত্ত প্রাথমিকভাবে চারটি জেলায় (ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী, নারয়নগঞ্জ) ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তার জন্য অনলাইনে আবেদন করা যায়। অনলাইন আবেদন লিঙ্ক services.msw.gov.bd
- a2i এর সহযোগিতায় ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম Micro Credit Monitoring System (MCMS) সফটওয়্যার এর কাজ চলমান রয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বর্তমানে মাঠপর্যায়ের ১০৩২টি কার্যালয়ের বাজেট চাহিদা নিরূপণ এবং আগামী ০৩ বছরের বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ নির্ণয়ের কাজটি বর্তমানে 'ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেণ্ট সিস্টেম" (fms.dss.gov.bd) এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।
- সকল সরকারি দপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে একই প্লাটফর্মে আনয়নের অংশ হিসেবে ICT বিভাগের a2i প্রকল্প কর্তৃক dss.nise.gov.bd প্রশিক্ষণ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সফটওয়্যার এর কাজ চলমান রয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়সমূহকে একটি নেটওয়ার্কের আওতাভূক্ত করে জনবলের সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উপকারভোগীদের সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Human Resources Management Software of Department of Social Services (HRM) সফটওয়্যার প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে। সফটওয়্যারটির ওয়েবসাইট লিঙ্ক hrmdss.gov.bd।
- ডি নথি সিস্টেম: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে মাইলফলক ডি নথি। বর্তমান সমাজসেবা অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়সহ সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও অন্যান্য ইউনিট অফিসসমূহ ডি নথি এর মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করছে।

- Child Helpline-1098: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ অক্টোবর ২০১৬ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ এ কলকরণ এবং সেন্টার এজেন্টের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, শিশু নির্যাতন, শিশু পাচার ইত্যাদি শিশু অধিকার ও শিশুর সামাজিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণে সার্বক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ এ কল গ্রহণের সংখ্যা ২০ লক্ষ ২৬ হাজার ৭৩৮।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ১) রেজিষ্টার ও স্বয়ংক্রিয় রিপোর্ট সিস্টেম, ২) সেবাগ্রহীতার স্বংয়ক্রিয় দিকনির্দেশনা, ৩) নির্দেশিকা ফলক (ব্রেইলসহ), ৪) শিশু পরিবারভিত্তিক শিক্ষা প্রকল্প, ৫) শিশু পরিবারভিত্তিক শিশু কল্যাণ ও পুনর্বাসন সমিতি, ৬) শিশুদের জন্য ভার্চুয়াল গিফট এবং ৭) কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে বিদ্যালয় সমাজকর্ম প্রবর্তন শিরোনামে ০৭টি উদ্ভাবনী ধারণা গ্রহণ করা হয়।

সমাজসেবা অধিদপ্তর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.dss.gov.bd